

বিধানসভার গেটে হইচই কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যপালের বজ্রতাত মধ্যে দিয়ে বিধানসভায় বাজ্ঞেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। এখনও বাজ্ঞেট পেশ না হলেও রাজ্যপালের বজ্রতাত উপর আলোচনা চলছে। শুক্রবার সেই অধিবেশন চলাকালীনই দেখা গেল বিধানসভার গেটে হইচই। কী ব্যাপার? হাতে পোস্টার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখাতে বিধানসভার দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের দাবি, দেউটী পাচামি ও তাজপুর বন্দরের জন্য আদানিদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। কংগ্রেসের তরুণ নেতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, “আদানিদের বিরুদ্ধে যা বলার, আন্দোলন করার সংসদে, এলআইসি-এসবিআইয়ের সদর দফতরের সামনে তৃণমূল করছে। আসলে কংগ্রেস বিধানসভায় শূন্য। তাই এদিন বাইরে থেকে একবার উকি দিতে এসেছিলাম।” তিনি এও বলেন, “রাজস্থানে তো কংগ্রেসের সরকার। সেই সরকার কি আদানিদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে?” আদানি ইস্যুতে নাম না করে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, আদার ব্যাপারীরা দেশ নিয়ন্ত্রণ করছে। কোনদিন এলআইসি, এসবিআইটা তুলে দেবে। বিধানসভার সামনে ওই বিক্ষোভ থেকে বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে নিয়ে যায় কলকাতা পুলিশ।

ফের শহরে উদ্ধার টাকার পাহাড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ পরপর তিনদিন। বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাটের পর ফের টাকার পাহাড় শহরে। বড়বাজার থেকে থেকে উদ্ধার হল লাখ লাখ টাকার বাতিল। কলকাতা পুলিশের অভিযানেই এদিন বড়বাজার থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমেই এই টাকা বড়বাজারে এসেছিল। প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই অনুমান পুলিশের। একটি ডুয়ো কোম্পানির আড়ালে হাওয়ালা কারবার চলছিল বলে মনে করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, এদিন বড়বাজারে বাবুলাল লেনে একটি টেন্ডেটাইল কোম্পানির কাছ থেকেই এই টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। টাকার কোনও হিসাব ওই সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে



খবর। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র গড়িয়াহাট থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ১ কোটি টাকা। ২ জনকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। যদিও ইতিমধ্যেই তাঁরা জামিনও পেয়ে গিয়েছেন। এর আগে বুধবার বিকালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয় বালিগঞ্জ থেকে। সেই টাকা উদ্ধার করে ইডি। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এদিন ওই টেন্ডেটাইল কোম্পানির অফিসে হানা দেয় কলকাতা পুলিশ। সেখানেই ৩৫ লক্ষ টাকা নগদ পাওয়া যায়। টাকার উৎস কী, কেন প্রয়োজনে এই টাকা আনা হয়েছে, এই সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের যথাযথ উত্তর ওই টেন্ডেটাইল সংস্থার কর্তারা দিতে পারেননি বলে খবর। এমনকী প্রয়োজনীয় নথিও কলকাতা পুলিশের কাছে দেখানো সম্ভব হয়নি। এরপরই ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। টাকার উৎস সম্পর্কে তাদের লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে।



৯৬ ঘণ্টা পার হতেই নিভে আসছে আশার আলো ২২ হাজার পার তুরস্ক-সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা

ইস্তানবুল, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবারে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কৈপে উঠেছিল তুরস্ক-সিরিয়া। ভোররাত্তে ভূমিকম্প হওয়ায় অধিকাংশ মানুষই তখন ঘুমাছিলেন। ভূমিকম্পে ঘুম ভাঙলেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার আর সুযোগ পাননি তারা। ভেঙে পড়া বাড়িঘরের নীচেই চিরনিদ্রায় চলে গিয়েছেন অধিকাংশ মানুষ। যারা ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছিলেন, তাদের বাঁচার আলোও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে। কারণ ভূমিকম্পের পরে ৯৬ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। আহত অবস্থায় এতক্ষণ জল, খাবার ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবেন, এমন আশা প্রায় ছেড়েই দিচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। তবে তাই বলে থামানো হচ্ছে না উদ্ধারকাজ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে তুরস্ক-সিরিয়া

মিলিয়ে এখনও অবধি ২২ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪৪ হাজার ছুইছুই। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্ক ও সিরিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। ইতিমধ্যেই ত্রাণসামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছয়। বিগত চারদিন ধরেই উদ্ধারকাজ চললেও, প্রবল ঠান্ডা ও বৃষ্টিপাত উদ্ধারকাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূমিকম্প থেকে যাদের প্রাণরক্ষা পেয়েছে, তারাও বর্তমানে খোলা আকাশের নীচে পেটের খিদে ও চরম ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে খাবার তো দূর, পানীয়

জলটুকুও পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। ভেঙে পড়া বাড়িঘর, ফাটল ধরা রাস্তাঘাট পার করে ত্রাণ শিবিরে পৌঁছানোর ক্ষমতাটুকুও হারিয়েছেন অনেকে। হাসপাতালগুলির বাইরেও যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বডি ব্যাগ, যা ভূমিকম্পের ভয়াবহতা ও বিপুল মৃতের সংখ্যারই জানান দিচ্ছে। উদ্ধারকারী দলের তরফে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্ক ও সিরিয়ায় প্রবল ঠান্ডার জেরে একদিকে যেমন উদ্ধারকাজ কঠিন হয়ে উঠেছে, তেমনিই ভূমিকম্পের পরে ৯৬ ঘণ্টা কেটে যাওয়ায় ধ্বংসস্তূপের নীচে কারোর বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও কমে গিয়েছে। যদি কেউ ভূমিকম্পের পরে বেঁচেও থাকেন, এত ঘণ্টা ধ্বংসস্তূপের নীচে বিনা খাবার-জলে বেঁচে থাকা কার্যত অসম্ভব।

আদানি কাণ্ড বিনিয়োগকারীরা সুরক্ষিত বুঝব কী করে? প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ আদানি-হিভেনবার্গ বিতর্কে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলার শুনানি ছিল শুক্রবার। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচৌধুরে নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে হয়েছে শুনানি। সেই শুনানিতেই ভারতীয় লগ্নিকারীদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কলকাতা পুলিশের। ভারতীয় লগ্নিকারীদের রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেবি (সিবিউরিটিস এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া) কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চেষ্টা করে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার পরামর্শও দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। আগামী সোমবার হবে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। সে দিন নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ব্যাপারে সেবির মতামত জানতে চেষ্টা করেন বিচারপতিরা। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনভিজ্ঞতের ঘটনা এড়াতেই এই বিষয়ে নজর দিচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচৌধুরে জেনারেল তুষার মেহতাকে কেন্দ্র এবং সেবির থেকে মোট নিতে বলেছে। সেই ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট সোমবার শুনবে দেশের শীর্ষ আদালত। এর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ বাজারে লগ্নিকারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনে পরিবর্তনও করতে বলেছে। এ নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাবও দিয়েছে। এ বিষয়ে শুক্রবার দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, লগ্নিকারীদের রক্ষার বিষয়ে শক্তিশালী প্রক্রিয়া তৈরি করা জরুরি। ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচৌধুরে নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ বলেছে, “কী করে ভারতের লগ্নিকারীদের স্বার্থ আমরা রক্ষা করব, তা নিয়ে অবদার প্রয়োজন রয়েছে।” এ নিয়ে সেবির উদ্দেশ্যে আদালত বলেছে, “আমরা কোনও বিশেষজ্ঞ কমিটি কি গড়তে পারি। যে কমিটি বিধিবদ্ধ আইনগুলিকে আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারে। বাজারের নিরাপত্তায় নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা যাতে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দরকার।” কেন্দ্র রাজি হলে এ রকম কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

বঙ্গে আবাস যোজনার টাকাপ্রাপকের প্রাসাদের মতো বাড়ি। নির্মলা সীতারামন

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ মনরোগী (১০০ দিনের কাজ) এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বকেয়া টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগে সর্বব বাংলাদেশ তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। তবে, শুক্রবার (১০ ফেব্রুয়ারি) লোকসভায় দাঁড়িয়ে সকল অভিযোগের জবাব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। লোকসভার মধ্যেই তিনি একটি সংবাদ প্রতিবেদন দেখিয়ে দাবি করেন, বাংলায়

যোজনার ক্ষেত্রে ন্যায্য প্রাপকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। তৃণমূল নেতারা স্বজনপোষন করছেন। এমনকি, কামানি নিয়ে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ দেওয়া হচ্ছে, এমনও অভিযোগ রয়েছে। আবাস যোজনার অর্থ প্রাপকদের তালিকায় নাম রয়েছে, অথচ তাঁর বিশাল পাকা বাড়ি রয়েছে, এমন দৃশ্যও দেখা গিয়েছে একের পর এক জেলায়। শুধু আবাস যোজনার প্রাপকদের তালিকায় বেনিয়মই নয়, নির্মলা সীতারামন



যাদের প্রাসাদের মতো বড় বাড়ি রয়েছে, তাদের নামও আবাস যোজনার সুবিধাভোগীদের তালিকায় রয়েছে। সেই সংবাদ প্রতিবেদন থেকে এমন একটি বাড়ির ছবিও লোকসভায় দেখান তিনি। নির্মলা সীতারামন বলেন, “পশ্চিমবঙ্গে আবাস যোজনার টাকা যারা পেয়েছে, তাদের প্রাসাদের মতো বাড়ি। এমন অভিযোগ এলে সেগুলি খতিয়ে দেখানো না?” সামনেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে, জেলায় জেলায় আবাস যোজনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। আবাস

জানান, বাংলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম, লোগো-সব বদলে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির ব্র্যান্ডিং-ই পাল্টে দেওয়া হয়েছে। তবে, শুধু আবাস যোজনা নিয়েই নয়, মনরোগী প্রকল্প বা ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলার বকেয়া অর্থ না পাওয়ার দায়, রাজ্য সরকারের কোর্টেই চলেছেন নির্মলা সীতারামন। তিনি জানান, কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে মনরোগী প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্য কত অর্থ খরচ করতে পারেনি,

কেন্দ্রের কাছ থেকে কত টাকা পাওনা আছে-এই বিষয়ে বাববার করে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কেন্দ্র। কিন্তু, দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পাঠায়নি রাজ্য সরকার। শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ বাংলার সরকার এই হিসেব পাঠিয়েছে। সেই হিসেব অনুযায়ী মনরোগী প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছ থেকে ৫,৪৭৩ কোটি টাকা বকেয়া আছে বাংলার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, শীঘ্রই এই হিসেবের খতিয়ে দেখে বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, জিএসটি ক্ষতিপূরণের সেস হিসেবে রাজ্যের প্রাপ্য ৮২৬ কোটি টাকাও আটকে আছে কেন্দ্রের কাছে। কারণ, এই সেস পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এজি সার্টিফিকেট পাঠাতে হয়। কিন্তু, বাংলার সরকার ২০১৭-১৮ সাল থেকে এই এজি সার্টিফিকেট পাঠায়নি। সেই সার্টিফিকেট হাতে না পেলে, এই টাকা ছাড়তে পারবেন না। তিনি বলেন, “বাংলা থেকে বাববার চিঠি আসে আমাদের টাকা দিন, টাকা দিন। এজি সার্টিফিকেট না দিলে আমি কোথা থেকে টাকা দেবো?” তিনি জানান, বাংলা বাববার অভিযোগ করে, কেন্দ্র অর্থ নেয় না। কিন্তু, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির অর্থ পাওয়ার জন্য কিছু নিয়ম মানতে হয়। সেই নিয়ম মেনে আনেন না করলে, অর্থ পাওয়া যায় না। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর ১৮৪১ কোটি টাকা কেন্দ্রকে মটায়নি বাংলার সরকার বলে পাল্টা অভিযোগও করেছেন নির্মলা সীতারামন।

প্রাথমিক টেট যেন ‘লখিন্দরের বাসরঘর’

ফল প্রকাশের পর কেন বললেন ব্রাত্য?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, প্রাক্তন পর্যদ সভাপতি যখন জেলে, তখন বিতর্কের অবকাশ যাতে না থাকে, সে ব্যাপারে শুরু থেকেই তপর ছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ। তারপরও বিতর্ক হয়েছে। চাকরি প্রার্থীদের নাম নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পর্যদের তরফে সেই সব ক্ষেত্রে যুক্তিও দেওয়া হয়েছে। এবার প্রাথমিক টেটের ফল প্রকাশের পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ব্যাখ্যা করলেন কীভাবে নিশ্চিহ্ন নিরাপত্তায় পরীক্ষা হয়েছে। পর্যদ সভাপতি গৌতম পাল সহ সব আধিকারিকদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন ব্রাত্য। শুক্রবার গৌতম পালকে পাশে নিয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। প্রাথমিক টেট প্রসঙ্গে ব্রাত্য বলেন, “পর্যদ যে ভাবে পরীক্ষা নিয়েছে, তাতে কালনাগিনী ঢেকার মতো কোনও ছিদ্র ছিল না। একেবারে লখিন্দরের বাসরঘরের মতো সবরকম ঝুঁকি সামলেই পর্যদ পরীক্ষা নিয়েছে।” এদিন ব্রাত্য উল্লেখ করেন, পরীক্ষার আগে বায়োমেট্রিক সহ যে সব প্রয়োজ্ঞতা রাখার হয়েছে, তা রাজ্যের স্বচ্ছতা প্রমাণের প্রচেষ্টা। প্রত্যেকটি পরীক্ষাকেন্দ্রের ওপর নজরদারি চালানোর পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের কপি বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তা রাজ্যের পরীক্ষা পদ্ধতিতে নজিরবিহীন বলে দাবি করেছেন ব্রাত্য। মক্কা শাসক ও জেলাশাসকদের নিয়ে কমিটি গঠন, পর্যদের ওয়েবসাইটে আনসার কি প্রকাশের কথাও বলেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, আনসার কি সংগ্রহকারের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল

পরীক্ষার্থীদের, তাও নজিরবিহীন বলে উল্লেখ করেন তিনি। উল্লেখ্য, প্রথম থেকে সতর্ক ছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ। এর আগে ২০১৭ তে শেষবার টেট পরীক্ষা হয়েছিল। ২০১৪ ও ২০১৭ সালের পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। প্রাক্তন পর্যদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য সেই মামলাতেই গ্রেফতার হন, যিনি বর্তমানে জেলবন্দি। শুধু তাই নয়, টাকা নিয়ে প্রাথমিকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া, ওএমআর শিটের নম্বর বদলে দেওয়ার মতো বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এসেছে। তাই

নেওয়া হয়েছে, তা রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, এক শ্রেণির মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পরীক্ষা নিয়ে অপপ্রচার চালিয়েছিল। তারপরও পর্যদ স্বচ্ছভাবে ফল প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এত স্বচ্ছতা সত্ত্বেও কুস্তলের বাড়িতে ওএমআর শিট উদ্ধার হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রাত্য বলেন, “পর্যদ পরীক্ষা নিয়েছে। পর্যদের কাছে উত্তরপত্রের একটা কপি আছে। পরীক্ষার্থীর কাছে একটা কপি আছে। আপনি যদি সেই উত্তরপত্র কোনও দালালকে দেন,



এবারের টেট পরীক্ষা পর্যদের কাছে ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ওএমআর শিট উদ্ধারের ঘটনায় সরকারের কোনও দায় নেই বলে এদিন সাফ জ্ঞানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ব্রাত্য বলেন, “আপনি যদি ওএমআর শিটের কপি দালালের বাড়িতে দিয়ে আসেন, তার দায় সরকারের ন্যা।” তাহলে কুস্তলকেই কি ‘দালাল’ বললেন ব্রাত্য? সে জবাব স্পষ্ট না হলেও এটুকু স্পষ্ট যে নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূল নেতার যুক্ত থাকার দায় কোনওভাবেই নেবে না রাজ্য তথা শিক্ষা দফতর। এদিন ব্রাত্য বসু জানান, টেট পরীক্ষায় যে ব্যবস্থা

তার দায় সরকারের নয়। দালালের ধ্বংস পড়ার দায় আপনাদের। মোখ ও যোগদান ওপর আস্তা রাখুন। পর্যদের নিরপেক্ষতার ওপর আস্তা রাখুন।” এদিন কুস্তলের ফেক ওয়েবসাইটের প্রশ্নও উঠে আসে। তদন্তে উঠে এসেছে, যারা টাকা দিতেন কুস্তল, তাদের নাম একটি ওয়েবসাইটে উঠে যেত। সেগুলি ডুয়ো ওয়েবসাইটে বলেই দাবি পর্যদের। পর্যদ সভাপতি গৌতম পাল জানান, তিনি এসে ডুয়ো ওয়েবসাইটে সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। এই ধরনের ওয়েবসাইটের দায়ও যে সরকারের নয়, সেটাও স্পষ্ট করে দেন ব্রাত্য।

চাকরি গেল, কিন্তুতো ফেরাতে হবে বেতন! ১৯১১ জনকে হেফাজতে নেবে সিবিআই, নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ এসএসসি গ্রুপ ডি নিয়োগে ওএমআর শিট বিকৃতি মামলার সুনানি রয়েছে। সেখানে কমিশন তরফে হলফনামা দিয়ে জানানো হয়, “ওএমআর শিট পরীক্ষা করে সিবিআই এর সঙ্গে মিলে গিয়েছে ২৮১৮টি ওএমআর শিট, যারা কারচুপি করেছিল বলে অভিযোগ। চার জনে শনাক্ত করা



যায়নি। ২৮২৬ নাইসার সরকার ছিল। এদের মধ্যে ১৯১১ জনের নম্বর এসএসসির সার্ভারে বেশি ছিল। এই ১৯১১ জনের সুপারিশ সঠিক ছিল না।” কমিশনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি অভিঞ্জে গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “আমার পর্যবেক্ষণে এই নিয়োগ সুপারিশ

বেআইনি। যখন ফল প্রকাশিত হয়, তখন ম্যোরম্যান ছিলেন সুবীর্ষে ভট্টাচার্য। কমিশনের ডাটা রুম সুবীর্ষেশবাবুর হাতেই ছিল। ফলে আদালতের বিশ্বাস করার কারণ আছে, তার নিরপেক্ষই হয়েছে।” বিচারপতি আরও জানিয়েছেন, যেহেতু কমিশন নিজেই জানিয়েছে তাদের ভেরিফিকেশনে এই তথ্য এসেছে, তাই এদের সুপারিশ বাতিল করতে হবে। ১৯১১ জনের ভুল সুপারিশ হয়েছে। তাই কমিশনের সঙ্গে মধ্য শিক্ষা পর্যদ আরেকটি নোটস দিয়ে বাতিল করবে এদের চাকরি। যে শূন্যপদ তৈরি হবে সেখানে অপেক্ষমান তালিকা থেকে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্য, অপেক্ষমান তালিকায় যারা আছেন, তারা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছেন। তাঁরা এই ‘দুর্নীতির ভিত্তি’। বিচারপতি বলেন, “২৪ ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করব না। এদের থেকে সুপারিশ করুন। যদি এদের ওএমআর বিকৃতি হয় পরে ফের বাতিল যাবে।”

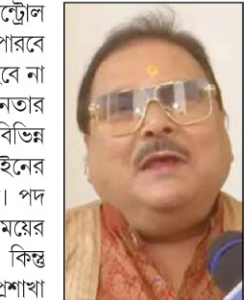
ক্যানসার হাব পোর্টাল চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ প্রাথমিক স্তরে ক্যানসার রোগীদের চিহ্নিত করতে রাজ্য সরকার ক্যানসার হাব নামে একটি পোর্টাল চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ন স্বরূপ নিগম আজ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করেন। রাজ্যের সাতাশটি স্বাস্থ্য জেলার অধীনে থাকা জেলা ও ব্লক হাসপাতালগুলির সঙ্গে কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজকে যুক্ত করে এই পোর্টাল তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। এর মাধ্যমে শুরুতেই রোগ চিহ্নিতকরণ ও পরীক্ষা করে ক্যানসারের কোন লক্ষণ পেলেই রোগীকে সরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞর কাছে পরামর্শের জন্য পাঠানো হবে।

হিটলার যা পারেননি, মমতা পেয়েছেন। মদন মিত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ মদন মিত্রের গলায় এবার কন্ট্রোল কমিশন গডার দাবি। দলে দুর্নীতি রুখতে কন্ট্রোল কমিশন চান শাসক দলের বর্ষীয়ান বিধায়ক। তৃণমূল হোক কন্ট্রোল কমিশন। এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে শোনা গেল কামারহাটের বিধায়ককে। বস্তুত, এই কন্ট্রোল কমিশন রয়েছে সিপিআই এম সহ অন্যান্য বাম দলে। এবার সেই মুহূর্তে দুর্নীতির ইস্যু যেন পিছুছাড়া করছে না রাজ্যের শাসকদলকে। কয়লা কেলেঙ্কারি থেকে গুরু পাচার, নিয়োগ দুর্নীতি, একাধিক ইস্যুতে সম্প্রতি লাগাতার মুখ পুড়েছে শাসকদলের। নাম জড়িয়েছে ছোট-বড় অনেক নেতাই। নাম জড়িয়েছে খোদ অনুরত মণ্ডল, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের। মদনের দাবি, দলের

নাম করে কেউ ভুল কাজ করলে কন্ট্রোল কমিশন থাকলে আগেই ব্যবস্থা নিতে পারবে দল। এর জন্য কাউকেই দ্বারস্থ হতে হবে না কোর্টে। এদিকে, কোনও নেতার ব্যক্তিগত দুর্নীতির দায় নেবে না দল। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলের এই লাইনের ওপরই জোর দিয়েছে শাসক শিবির। পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে একসময়ের ‘মহাসচিব’ পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু তারপরও নতুন নতুন জলে শাখা প্রশাখা বিস্তার করছে দুর্নীতি। ভাল ছড়িয়েছে নানা ক্ষেত্রে। অস্বস্তিতে ফেলছে দলকে। এবার তাই দলের ভেতর দুর্নীতির তদন্ত থেকে শুরু করে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতে কন্ট্রোল কমিশনই চাইছেন মন। তিনি বলেন, “আমার মনে হয় দলের আরও কঠোর হতেই উচিত। দলের কন্ট্রোল কমিশন তো অবশ্যই করা উচিত। আমি একজন এমএলএ হয়ে যদি যেখানে



সেখানে গিয়ে দলের নামে যা ইচ্ছা তাই করি, গুণ্ডামি করি, তোলাবাজি করি তাহলে দল আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সে ক্ষেত্রে কেন কোর্টের জন্য অপেক্ষা করলেই?” যদিও দুর্নীতি মামলায় কোর্টের রায় মাথা পেতে নিয়েছে তৃণমূল। সংঘর্ষ প্রকাশ করেনি। এ প্রসঙ্গে এদিন মদন বলেন, “শিক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে। তার থেকে বড় হচ্ছে এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোর্ট কিছু রায় দিয়েছে। আমাদের দল কখনওই কোর্টের মান্যতাকে

নিয়োগ প্রকাশ করেনি।” এমনকী দুর্নীতির অভিযোগে যে দল যে ‘জিজে টলারেন্স’ নীতিতে চলছে তা পার্থর কেস দেখলেই বোঝা যায়। এমনটাই মত মদনের। এ প্রসঙ্গে বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে শুধু সরিয়ে দেওয়া হয়নি, তাঁর পদটা পর্যন্ত খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কোনও

অবস্থাতেই দুর্নীতিকে সমর্থন করে না। একটা চক্র নিশ্চিতভাবে দুর্নীতি করেছে। প্রমাণ বের হচ্ছে। এ ব্যাপারে কখনও কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা তৃণমূল করেনি। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ আছে তাদের অন্যায় পাশে আমাদের দল দাঁড়ায়নি। আমরা মনে করি অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্যে তাহা ঘৃণা মনে করে তৃণসমি দশে।” যদিও সত্যি তে রোয়ে মমতাকে ভূমিকা নিয়েও ভূয়সী প্রশংসা করতে দেখা যায় মদনকে। এমনকী এই ক্ষেত্রে মমতা যে সাহস দেখিয়েছেন তা দেখাতে পারেনি পৃথিবীর দিকপাল নেতারাও। মমতার কাছে ‘হেলা’ করে গিয়েছেন খোদ হিটলারও। মমতার প্রশংসা করেই এদিন মদন বলেন, “পৃথিবীতে কোনও নেতা যা বলতে পারেননি তা মমতা বলেছিলেন। যা হিটলার পারেননি, স্ট্যালিন পারেননি, হো চি মিন পারেননি তা মমতা বলতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমার দলের কেউ কাটামনি খেয়ে থাকলে আমাকে বলুন। আমি আপনার টাকা ফেরত দেওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছি।”

আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি বারাগণসী সফর করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু



বারাগণসী, ১০ ফেব্রুয়ারি : আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রথমবার বারাগণসী সফর করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির সফরকে সামনে রেখে নিরাপত্তা বাবস্থা নিয়ে মহড়া শুরু করেছে জেলা প্রশাসনা। রাষ্ট্রপতি আসা-যাওয়ার পথেও ব্যারিকেডিং করা হয়েছে এবং প্রধান সড়কের সাথে সংযোগকারী সড়কে ব্যারিকেডও করা হয়েছে। শহরে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পাশাপাশি গন্ধার ঘটিগুলির বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জাও করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার রুপ্রিণ্ট ও তৈরি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার মান অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছেন পুলিশ কর্তৃক ত ারািাশাসনিক আধিকারিকদের মতে, যেখানে রাষ্ট্রপতির বাইরের নিরাপত্তায় আটজন আইপিএসকে মোতায়েন করা হবে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাবেন রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীরা। এছাড়াও, আইপিএস অফিসারদের নেতৃত্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ৪৫০ জন কনস্টেবল এবং হেড কনস্টেবল, ৮০ জন সাব-ইন্সপেক্টর এবং ইলপেক্টর, ২৬ জন ডিএসপি এবং ১৬ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোতায়েন করা হবে। নশ্বরমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতির সময় নৌবাহিনী, জল পুলিশ এবং এনডিআরএফ কবীরা ও প্রস্তুত থাকবেন।বাবুপার বিমানবন্দর থেকে শহর পর্যন্ত রাস্তার সব বড় মোড়ে আঞ্চলিক পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকবে। ফায়ার ব্রিগেড ও বোমা ডিসপোজাল স্কোয়াডের পাশাপাশি ডগ স্কোয়াড টিমও সতর্ক রয়েছে।

ভুল বাজেটপত্র পড়লেন অশোক গেহলট, ত্রিৱ হইচই রাজস্থান বিধানসভায়

জয়পুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : রাজস্থান সরকার ত্রিৱ অঙ্গুস্তিতা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে শুধোয় নতুন বাজেট পত্রর কথা, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী পড়লেন আগের বছরের বাজেটপত্র। এই নিয়ে ঐতিহ্যেতে হলস্থূলু তৈরি হয়েছে রাজস্থান সরকারের। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাজস্থানে পেশ হচ্ছিল রাজা বাজেট। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বাজেটপত্র পাঠ করতে ওঠেন। ৮ মিনিট যাবত তিনি ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটের বদলে গত বছরের বাজেট ভুল করে পড়তে শুরু করেন। প্রথমে বিষয়টি কেউ ধরতে পারেননি। কিন্তু বাজেটের দুটি ঘোষণা হওয়ার পরেই বিরোধী বিধায়কদের নজরে পড়ে গত বছরের বাজেট পড়া হচ্ছে। আর তারপরেই রাজস্থান বিধানসভায় ব্যাপক হইচই শুরু হয়। বিধানসভার ওয়ালে নেমে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা।এদিকে সরকারি আধিকারিকরাও যখন ভুল বুঝতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা নতুন বাজেট পত্র আনতে ছোঁটেন। কিন্তু ততক্ষণে যা ভুল হবার ঘরে গিয়েছে। বিরোধীদের দাবি, বাজেট লিক হয়ে গিয়েছে। যদিও এ প্রসঙ্গে পার্লাম্ট অশোক গেহলট জানিয়েছেন, আপনারা আমার হাতে থাকা বাজেটের লেখা ও বিধানসভায় দেওয়া বাজেটপত্রের কপিৱ মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু আমার বাজেট কপিতে যদি অতিরিক্ত কয়েকটি পেজ যোগ করা দেওয়া হয়, তবে তা কী করে বাজেট লিক হতে পারে? অন্যদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বৃন্দ্রনা রাডে ত্রিৱ কটক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে কার্ঘ্যত এত বড় নথি যাচাই না করে কিভাবে পুরনো বাজেট পড়া হল তা নিয়ে তিনিও প্রশ্ন তুলেছেন। আর সব মিলিয়ে রাজস্থান বিধানসভায় এহেন ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বর্তমান সরকারের ত্রিৱ সমালোচনা।

স্বস্তি পেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১০ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাাল্ড ট্রাম্পের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে দিল মেট।

একই সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটিও।

বৃহস্পতিবার মেটার মুখপাত্র অ্যান্ডি স্টোন একটি বিবৃতি প্রকাশ করে

এই বিষয়টি জানিয়েছেন।২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর ট্রাম্পের সমর্থকরা

ভারতে জ্বালানি সপ্তাহ, ২০২৩-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,১০ফেব্রুয়ারিঃবেঙ্গালুরুতে ভারতের জ্বালানি সপ্তাহ (আইইউডব্লিউ), ২০২৩-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ইন্ডিয়ান অয়েলের এক বিশেষ উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের পেট বোতলকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে তৈরি ইউনিফর্মও চালু করেন তিনি। এছাড়াও, ইন্ডিয়ান অয়েলের ইন্ডোর সোলার কুকিং পদ্ধতির আওতায় উদ্ভাবিত কুক টপ মডেলটিকেও বাণিজ্যিক বিপণনের জন্য জাতির উদ্দেশে উপর্গ করেন প্রধানমন্ত্রী।পরে প্রধানমন্ত্রী ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলির ৮৪টি খুচরো বিপণন কেন্দ্রে ই-২০ জ্বালানিও সূচনা করেন। এই জ্বালানিগুলি ইথানলের মিশ্রণে উদ্ভাবন করা হয়েছে। জ্বালানি সপ্তাহের আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ গ্রিন মোবিলিটি র্যালির সূচনাও করেন তিনি। পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করবে বিভিন্ন ধরনের যান। এর উদ্দেশ্য হল পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি সম্পর্কে জনসচেতনতার প্রসার।এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই ত্বরঙ্গ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশে ভূকপনের ফলে প্রাণহানি এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির জন্য গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। প্রয়োজনে সম্ভাব্য সকল রকম সাহায্যের জন্য ভারত প্রস্তুত বলেও ঘোষণা করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেঙ্গালুরু মেধা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের এক বিশেষ কেন্দ্রে হয়ে উঠেছে। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে দেশে এই জ্বালানি সপ্তাহ উদ্‌দাপন বিশেষভাবে তাৎপর্যময় বলে বর্ণনা করেন তিনি।একশ শতকের বিশ্বের দিশা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জ্বালানি শক্তির যে এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে – একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, জ্বালানি শক্তির রূপান্তর প্রচেষ্টা এবং নতুন নতুন জ্বালানি সম্পদ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পৃথিবীর যেক’টি দেশ পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি সম্পক্ষে সোচার হয়ে উঠেছে, ভারত হল তার অন্যতম। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে ভারতে এখন অভূতপূর্ব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ‘ ভারত’ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এ হল এক নতুন সংযোজনা।প্রসঙ্গত,

ভারত যে বর্তমানে দ্রুতগতিতে বিকাশশীল এক বৃহদায়তন অর্থনীতির দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, সেকথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের পক্ষ থেকেও সম্প্রতি এই প্রচেষ্টার জন্য ভারতের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। অতিমারীর সঙ্কট ও সমস্যায় জর্জরিত বিশ্বে ভারত এক উজ্জ্বল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে তার নিরন্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য। ২০২২-এর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও ভারত উন্নয়নের পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হয়নি। ভারতবাসীর সংযম ও আত্মবিশ্বাসই যে জাতিকে সমস্ত রকম প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে, একথা বিশেষ জোর দিয়ে ব্যক্ত করেন তিনি।ভারতের এই নিরন্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূলে অনেকগুলি বিষয়ই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তার মতে, প্রথমত এ দেশে রয়েছে একটি স্থিতিশীল সরকার যে প্রয়োজনে যে কোনও ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রস্তুত। দ্বিতীয়ত, নিরন্তর সংস্কার প্রচেষ্টা এবং তৃতীয়ত একেবারে নিচুতলার থেকেই আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রচেষ্টা ভারতকে তার উন্নয়ে শক্তি যুগিয়েছে। এই বিষয়টির অবতারণা প্রসঙ্গে ব্যাপক সামাজিক পরিকাঠামো গঠনের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাহায্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার, নিরাপদ শৌচালয় ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, বাসস্থান নির্মাণ এবং পল্লি সঞ্চারের মাধ্যমে জল সরবরাহের কথা উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সরকার গৃহীত এই সমস্ত পদক্ষেপ দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।শ্রী মোদী বলেন, কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনে এখন ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। একদিকে যেমন তাঁরা দারিদ্রসীমার বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, অন্যদিকে তেমনই তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পর্যায়ে এসেছেন বা পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। দেশের প্রতিটি গ্রামে ইন্টারনেটের সুযোগ পৌঁছে দিতে দেশজুড়ে ৬ লক্ষ কিলোমিটার।র‍্যাবী অপরিকায়াল ফাইবার বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। গত ৯ বছরে যে উন্নয়নজ্ঞ্ড শুরু হয়েছে তার উল্লেখ করে

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ গুণ। অন্যদিকে, ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে তিনগুণের মতো। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক একটি দেশ। ভারতবাসীর লক্ষ্য এখন উন্নততর পণ্য, উন্নততর পরিষেবা এবং উন্নততর পরিকাঠামোর সুযোগ গ্রহণ করা। ভারতীয় নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে জ্বালানির যে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, সেকথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।অদূর ভবিষ্যতে ভািততে জ্বালানির চাহিদা ও প্রয়োজন ক’তখানি তার আশা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে উন্নয়নের গতি যত দ্রুততর হবে, নতুন নতুন শহরাঞ্চলও সেই অনুপাতে বোে উঠবে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সমঝোতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান দশকে ভারতে জ্বালানির চাহিদা হবে বেসীচ মাত্রার বা একাধারে বিনিয়োগকারী ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এক বিশেষ সুযোগ এনে দেবে। জ্বালানির জন্য ব্যবহার্য তেলের ক্ষেত্রে বিশ্বের মোট চাহিদার ৬ শতাংশ রয়েছে ভারতে। তবে, তা অদূর ভবিষ্যতে ১১ শতাংশে উন্নীত হতে চলেছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে গ্যাসের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে চলেছে ৫০০ শতাংশের মতো। ভারতের জ্বালানি ক্ষেত্রটি যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে তাতে নির্দিষ্ট একথা বলা যায় যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে এ দেশে।জ্বালানি ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় চারটি প্রধান প্রধান বিষয় যুক্ত রয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, একদিকে যেমন দেশে তেল অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তার যোগানের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। আবার, জৈব জ্বালানি, ইথানল, কম্প্রেসড বায়ো-গ্যাস এবং সৌরশক্তির জন্য জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধির মতো নানাভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে, বৈদ্যুতিক যান ও হাইড্রোজেন ব্যবহারের মাধ্যমে

পরিবেশকে কার্বনমুক্ত করে তোলারও জোরদার প্রচেষ্টা বর্তমানে চলছে। জ্বালানি শোধনের ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। তেল ও জ্বালানি শোধনের ক্ষেত্রে দেশীয় আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এইভাবে দেশের জ্বালানি চিত্রে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসার লক্ষ্যে প্রযুক্তি এবং স্টার্ট-আপ-এর উপযোগী পরিষেবা ও পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারের জন্য শিল্পপতিদের উদ্দেশে আহ্বান জানান তিনি।শ্রী মোদী জানান যে জ্বালানি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করারও চেষ্টা করা হচ্ছে। জ্বালানিতে প্রাকৃতিক জ্বালানি উসের ব্যবহার ৬ শতাংশ থেকে বাড়ে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রচেষ্টাও এখন জোরকদমে চলছে। এক পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে দেশে ২০১৪ সালে গ্যাস পাইপলাইনের নেটওয়ার্কটি ছিল ১৪ হাজার কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তা বর্তমানে সম্প্রসারিত হয়েছে ২২ হাজার কিলোমিটারে। আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে এর পরিধি ৩৫ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী এদিন তাঁর ভাষণে দেশে জ্বালানির অনুসন্ধান ও উপাদান প্রচেষ্টার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এমন কিছু কিছু অঞ্চলে যা এক সময় দুর্গম বলে চিহ্নিত ছিল। শুধু তাই নয়, এলাকাগুলিকে এই কারণে অনুসন্ধান প্রচেষ্টার বাইরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বের যে ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে এতদিন পর্যন্ত তেল ও জ্বালানি অনুসন্ধানের কোনও চেষ্টা করা হয়নি, সেখানেও এখন অনুসন্ধান প্রচেষ্টাকে জোরদার করে তোলা হয়েছে। সরকারি এই প্রচেষ্টার সুযোগ গ্রহণের জন্য সকল বিনিয়োগকারীদের কাছে আর্জি জানান প্রধানমন্ত্রী।জৈব জ্বালানি প্রসঙ্গে শ্রী মোদী গত বছর আগস্টে প্রথম ২জি ইথানল ব্যারে ফিরিহানির স্থাপনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ১২টি ২জি ইথানল প্ল্যান্টের কাজ শুরু করার প্রস্তুতি বর্তমানে চলছে।

পেয়ে ১১৪ সক্রিয় রোগী বেড়ে ১,৭৯৭

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভারতে করোনোভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের ১০০-র গন্ডি ছাড়িয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১১৪ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে দু’জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনায়

আক্রান্ত হয়েছেন ১১৪ জন। নতুন করে দু’জনের মৃত্যুর পর মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৫০-তে পৌঁছেছে।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৭৯৭-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৮,৩১৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাकरण অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৯ হাজার ৫২৯ জন

প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৬,৬০,৭৮৪। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৩৮,৮২০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যান্‌স্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

তিনটি উপগ্রহ-সহ সফল উক্ষেপণ এসএসএলভি-ডি২ –এর, অভিপ্রেত কক্ষপথেও স্থাপন

গ্রীহরিগোট্টা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মুকুট নতুন পালকের সংযোজন। শুক্রবার সকাল ৯.১৮ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রীহরিগোট্টার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্রের প্রথম লঞ্চ প্যাড থেকে ছোটে উপগ্রহ উক্ষেপণ যান এসএসএলভি-ডি২ –



এর উক্ষেপণ করল ইসরো। মোট ১৭৫ কিলোগ্রাম ওজনের তিনটি

উপগ্রহ বহন করেছে এই যান। এই মিশন সফলও হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরো।এসএসএলভি-ডি২ উপগ্রহ বহনকারী যানটি তিনটি স্যাটেলাইট যথাক্রমে ইসরো-র ইওএস- ০৭, মার্কিন-সিভিক স সংস্থা অন্তারিস-এর জানুম-০১ এবং চেনাই-ভিত্তিক

মহাকাশ স্টার্টআপ স্পেসকিডজ-এর আজাদি স্যাট ২-কে নিয়ে অভিপ্রেত কক্ষপথে স্থাপন করেছে।ইসরো প্রধান এস সোমনাথ বলেছেন, স্যাটেলাইট তৈরির পাশাপাশি সঠিক কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য ৬টি স্যাটেলাইট টিমকে অনেক অনেক অভিনন্দন।

মহাকাশ স্টার্টআপ স্পেসকিডজ-এর আজাদি স্যাট ২-কে নিয়ে অভিপ্রেত কক্ষপথে স্থাপন করেছে।ইসরো প্রধান এস সোমনাথ বলেছেন, স্যাটেলাইট তৈরির পাশাপাশি সঠিক কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য ৬টি স্যাটেলাইট টিমকে অনেক অনেক অভিনন্দন।

প্রধানমন্ত্রীকে অহংকারী আখ্যা দিলেন খাডগে, বললেন তিনি শুধু নিজের প্রশংসা করেন

নয়ািদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অহংকারী আখ্যা দিল্লিগছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগে। একইসঙ্গে কটাক্ষের সুরে খাডগে বলেছেন, তিনি



শুধু নিজের প্রশংসাি করেন।

শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মল্লিকার্জুন খাডগে বলেছেন, ভাষণে শুধুমাত্র নিজের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আমাদের প্রশ্নের জবাব দেননি। তিনি

বেকার্রু, মুদ্রাস্ফীতি, আদানি, টাকার পতন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলেননি। তবে, বলছেন, একমাত্র তিনিই দেশকে বাঁচাতে পারেন, এটি অহংকারের কথা।

পশ্চিমবঙ্গের ধাঁচেই ত্রিপুরার উন্নয়ন করবে তৃণমূল, স্বপ্ন ফেরি অভিষেকের

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গের ধাঁচেই ত্রিপুরায় উন্নয়ন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাহীনি জনসভায় অংশ নিয়ে এভাবেই স্বপ্ন ফেরি করলেন দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজেপি ২০১৮ সালে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। অনুন্নয়ন ও অপশাসন ছাড়া ত্রিপুরার মানুষের কপালে কিছুই জুটেনি। ধলাই জেলায় কমলপুরে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় কদমতলা-কুশি বিধানসভা কেন্দ্রে জনসভায় অংশ নিতে যাবেন। কমলপুরে জনসভায় মানুষের উপস্থিতি দেখে তিনি কার্যত হতাশ হয়েছেন। তবে, তিনি কার্যের উপস্থিতি না হওয়ার দায় কৌশলে বিজেপির নাড়ে চাপিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজেপি একমাত্র



তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় পায়। তাই, সভাস্থল চূড়ান্ত হওয়ার পর অনুমতি বাতিল করতে প্রশাসন।এদিন তিনি জোর গলায় দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নয়ন হয়েছে, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস তা করে। কমলপুরে বাংলার মানুষ কন্যাস্ত্রী, যুবস্ত্রী, রূপস্ত্রী, লক্ষ্মীভান্ডার পেয়েছেন। সরকার গঠনকে এসেসের মধ্যে ত্রিপুরার মানুষও সেই সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ পাবেন।তাঁর দাবি, বিজেপির শাসনে

পেট্রোল-ডিজেল, রাস্তার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বেড়েই চলেছে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি হেরেছিল বলেই পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমেছে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি যত হেরেছে মূল্যবৃদ্ধি ততই কমেছে।তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলনে বাধ্য হয়ে বিজেপি ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী বদল করেছে। এবার নির্বাচনে মানুষ একাবদ্ধ হয়ে ভোট দিলে সরকার

বদলাবে। তাঁর আশ্বাস, তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের সাথে বেঙ্গমনি করবে না। পশ্চিমবঙ্গের ধাঁচেই ত্রিপুরায় উন্নয়ন করবে তৃণমূল। তবে, নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যাচাই করে নিন, তারপর তৃণমূলকে ভোট দিন, পরামর্শ অভিষেকের।এদিন তিনি বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছাে দিয়ে বলেন, প্রতিশ্রুতি পূরণের তথ্য পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনায় বসুন। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের নিরিখে ল্যাঞ্চেড।বাবে করে মাঠ ছাাতে বাধ্য করতে না পারলে ত্রিপুরার মানুষকে মুখ দেখিব না। তাঁর কটাক্ষ, ২৫ বছরে সিংঘের ত্রিপুরার যা সর্বনাশ করে ছেয়েছে, গত পাঁচ বছরে বিজেপি তার থেকেও বেশি ক্ষতি করেছে। তাঁর পরামর্শ, বিজেপি কর্তীরা এখন মানুষের কাছে যাবেন, প্রলোভন দেখাবেন এবং টাকা দেবেন। তাঁদের কাছ থেকে টাকা নেবেন এবং তৃণমূলে ভোট দেবেন। কার্যণ, শুঁট টাকা আপনারা, সেই অধিকার ছাড়বেন না কেউই।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সবুজায়ন ও সামাজিক পরিকাঠামো ভারতে বিনিয়োগকারীদের জন্য দুর্দান্ত সুযোগ ঃ প্রধানমন্ত্রী



লখনউ, ১০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সবুজায়ন এবং সামাজিক পরিকাঠামো ভারতে বিনিয়গেকারীদের জন্য দুর্দান্ত সুযোগ। বর্তমানে ভারত বাধ্য হয়ে নয়, দৃঢ় প্রত্যয় থেকে সংস্কার করছে। শুক্রবার উত্তর প্রদেশ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন ২০২৩ বললেন প্রধানমন্ত্রী নরে ংদ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন উত্তর প্রদেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন ২০২৩ উদ্বোধন করার পর নিজের বক্তৃত্তা বলেছেন, পরিকাঠামোর পাশাপাশি, ব্যবসা করার সহজতার জন্য নিজস্ব ‘সোচ অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ’ পরিবর্তন করেছে উত্তর প্রদেশ। উত্তর প্রদেশে নতুন ভারতের বিকাশকে চালিত করছে। বিন্দু থেকে কানেক্টিভিটি সব ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছে। রাজ্য সার্বিক উন্নয়নের সাক্ষী।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমি এই শীর্ষ সম্মেলনে সমস্ত বিনিয়গেকারীদের স্বাগত জানাই। বর্তমানে উত্তর প্রদেশে সুশাসন, শান্তি, আইনশৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতার জন্য পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, উত্তর প্রদেশে দুধ্ধ, মস্যা, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সেক্টর এবং প্রাকৃতিক চাষে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ রয়েছে। বর্তমানে ভারত শস্য বৈচিত্র্যকরণ এবং আমাদের কৃষকদের খরচ কমানোর দিকে মনোনিবেশ করছে। তাই আমরা প্রাকৃতিক চাষের প্রচারে অনেক প্রচেষ্টা করছি।প্রসঙ্গত, ১০ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া উত্তর প্রদেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সম্মেলন ২০২৩ চলবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উত্তর প্রদেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সম্মেলন ২০২৩-এর উদ্বোধন করতে শুক্রবার সকালেই লখনউ-তে এসে পৌঁছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানপথে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যয়ন জানান উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এরপর উত্তর প্রদেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সম্মেলন ২০২৩-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও।

স্বাস্থ্যকে রাজনৈতিক ইস্যু বানাবেন না, ডিএমকে সাংসদদের বললেন মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় তর্কে জড়িয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া ও ডিএমকে সাংসদরা। শুক্রবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেন, যেখানে পর্যাপ্ত ক্যালকুলি এবং পরিকাঠামো নেই সেখানে আমি এই ধরনের মেডিকেল কলেজগুলিকে পরিচালনা করতে দেব না। মাদুরাই এইমস প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। স্বাস্থ্যকে রাজনৈতিক ইস্যু বানাবেন না।এরপরই লোকসভায় তর্কে জড়িয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া ও ডিএমকে সাংসদরা। মাদুরাই এইমস নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে কংগ্রেস ও ডিএমকে সাংসদরা লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেছেন।

নতুন দুই বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট, শীর্ষ আদালতে বিচারকের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৪

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : নতুন দু’জন বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু টুইট করে জানিয়েছেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল ও গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরবিন্দ কুমার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিমুক্ত হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম এই দুই বিচারপতিকেই সুপারিশ করেছিল।কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু টুইটারে শীর্ষ আদালতে নতুন নিয়োগের ঘোষণা করেছেন এবং তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিচারপতি রাজেশ বিন্দল, প্রধান বিচারপতি, এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং বিচারপতি অরবিন্দ কুমার, প্রধান বিচারপতি, গুজরাট হাইকোর্ট আগামী দুই দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসাবে শপথ নেবেন, উচ্চতর বিচার বিভাগে বিচারক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সূত্রগুলি জানিয়েছে।

রিলায়েশ উত্তরপ্রদেশে ৪ বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেঃমুকেশ আস্থানি



নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : রিলায়েশ ইনভেস্টিজ লিমিটেড (আরআইএল) আগামী চার বছরে উত্তরপ্রদেশে ৫জি পরিষেবা চালু করতে খুচরা এবং নতুন বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবসা সহ টেলিকম নেটওয়ার্ক প্রসারিত করতে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। ‘উত্তরপ্রদেশ গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্টস সামিট’-এ রোম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকেশ আস্থানি এই ঘোষণা করেছেন।শুক্রবার সম্মেলনের ভাষণে মুকেশ আস্থানি বলেন, তিনি ৫জি পরিষেবা শুরু করতে, খুচরা এবং নতুন বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবসা সহ টেলিকম নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য আগামী চার বছরে উত্তর প্রদেশে ৭৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন। তার গোষ্ঠীর টেলিকম শাখা রিলায়েশ জিও ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য জুড়ে ৫জি পরিষেবা শুরু করবে।আরআইএল চেয়ারম্যান বলেন, জিও ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে উত্তর প্রদেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামকে কভার করতে তার ৫জি রোল-আউট সম্পূর্ণ করবে। লখনউতে উত্তরপ্রদেশে গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্টস সামিটে বক্তৃতা করে, আস্থানি বলেছিলেন যে পেট্রোকেমিক্যাল-টু-টেলিকম সংস্থা ১০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য ক্ষমতা স্থাপন করবে এবং এই অঞ্চলে একটি বায়ো-এনার্জি ব্যবসা চালু করবে।প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউতে তিন দিনের উত্তরপ্রদেশে গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্টস সামিট শুরু হয়েছে।এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ দেশ ও বিশ্বের অনেক নেতৃস্থানীয় শিল্পপতিরাও এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন।

বিশ্বে করোনার ছোবলে একদিনে মৃত্যু ৯০৪ জনের, শুধু আমেরিকাতেই ২৭৬

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : সামান্য স্বস্তি মিলল। বিশ্বজুড়ে করোনোভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু আগের দিনের তুলনায় সামান্য নিম্নমুখী। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন এক লক্ষ ৩৬ হাজার ১১০ জন। আর প্রাণ হারিয়েছেন ৯০৪ জন। দৈনিক সংক্রমণে শীর্ষে জাপান আর দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনার ছোবলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন আরও ৯০৪ জন। এ নিয়ে মহামারীর প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রাণ হারিয়েছেন ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯১০ জন। দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে শীর্ষে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওই দেশটিতে প্রাণ হারিয়েছেন ২৭৬ জন। জাপানে একদিনে মারা গিয়েছেন ২২৩ জন। জান্মিনিতে ১৩৪, তাইওয়ানে ৪৫ ও রাশিয়ায় ৪১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।শুক্রবার সকালে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ‘তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে আরও এক লক্ষ ৩৬ হাজার ১১০ জনের শরীরে করোনোভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে মহামারী শুরুর পরে বিশ্বে মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ৬৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪২৪ জন।

দুরন্ত বার্তা পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১১ ফেব্রুয়ারিঃৱবিবার, ২৭মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, সৌরঃ২৭ মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাংঘ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৭ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজার গাত স্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪২৫এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৪ ২২(৮)এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং

একাধিক দুর্নীতির প্রতিবাদে জয়নগরের খোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ মহিলাদের



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে আর কিছু দিন পর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে। আর তার আগে বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়ে গেছে

গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি। গত বুধবার এর পর শুক্রবার জয়নগর ১ নং ব্লকের ঢোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে একাধিক দুর্নীতির

প্রতিবাদে বিক্ষোভের শামিল হন হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বে খোসা চন্দনেশ্বরের কয়েকশো মহিলারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, আমফান, একশো দিনের কাজ, জব কার্ড নিয়ে শাসকদলের হাতে থাকা এই পঞ্চায়েত একাধিক দুর্নীতি করেছে। আমরা একশো দিনের কাজ করে গত দুবছর ধরে কোনো টাকা পাইনি। আমাদের কে বোকা বানিয়ে, ভয় দেখিয়ে নিজেদের পরিচিতদের আকাউন্ট মারফত টাকা তুলে নিয়েছে। আমফানে আমাদের ক্ষতি হলো আর যাদের ক্ষতি হয়নি তাঁরা টাকা পেলা। যাদের দোতলা বাড়ি

তাঁরা ঘর পেল, আমাদের মাটির বাড়ি আমরা বঞ্চিত হলাম। তাই আমরা চাই এর তদন্ত হোক। এদিন বিক্ষোভরত অবস্থায় হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের পক্ষে প্রিয়াঙ্কা হালদার বলেন, এই পঞ্চায়েতে দুর্নীতিতে প্রধান সহ বহু সদস্য যুক্ত। আমরা চাই গরীবের কাজের টাকা দ্রুত মেটাক। নাহলে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। এই ব্যাপারে প্রধান তথা তৃণমূল নেত্রী চম্পা মন্ডল বলেন, তৃণমূলকে ভোটের আগে বদনাম করতে এস ইউ সি আই ও বিজেপি মিলে এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এই কাজের সাথে আমরা কোন ভাবে যুক্ত নয়।

আর যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তাদেরই দোতলা বাড়ি, তাদের ব্যাংক একাউন্টে টাকা ঢুকেছে। এগুলো বিরোধীদের তৃণমূলকে বদনাম করার পরিকল্পনা। এইব্যাপারে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সুনীপ দাস বলেন, তৃণমূল এখন সব কিছুতেই বিজেপির ভূত দেখছে। আসলে ওরা গরীব মানুষদের টাকা, বাড়ি সব লুটপাট করে খেয়ে ফেলেছে। তাই সাফাই গাইছে দুর্নীতি টাকতে। তবে এই ব্যাপারে জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করা হলেও তার কাছ থেকে এই বিষয়ে কোনো মতামত পাওয়া যায় নি।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ ডাকাতদলকে গ্রেফতার করল রায়দিঘী থানার পুলিশ, বানচাল ডাকতির ছক

দূরন্ত বার্তা, রায়দিঘী, ১০ ফেব্রুয়ারি : বড়োড় ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ। আগ্নেয়াস্ত্রসহ ডাকাত দলকে গ্রেফতার করল রায়দিঘী থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা। ধৃতদের শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রায়দিঘী থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে একদল ডাকাত গিলারহাট হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হয়েছে। এরপরেই রায়দিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক অমিয় ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থল থেকে তিন দুস্তুতিকে গ্রেপ্তার করলেও বাকিরা সম্পট দেয়। ধৃত ওই তিন দুস্তুতীর নাম সামসুদ্দিন পিয়াদা, নুরুল মোল্লা ও সাইফুল গাজী। পুলিশ জানায়, ধৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ বেশকিছু ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি এলাকায় বড়সড় ডাকাতির ছক কষেছিল তারা। অন্যদিকে ধৃত দুস্তুতীদের নিজেদের হেফাজতে চেয়ে শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে পেশ করে রায়দিঘী থানার পুলিশ।

সপ্তাহান্তে বাতিল শিয়ালদহ মেন শাখার বহু ট্রেন, ভোগান্তির আশঙ্কা যাত্রীদের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : মেরামতির কাজের জন্য সপ্তাহান্তে ফের বাতিল শিয়ালদহ মেন শাখার বহু ট্রেন। শনিবার রাত থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত বাতিল হয়েছে একাধিক ট্রেন। ফলে প্রবল ভোগান্তির আশঙ্কায় নিভা যাত্রীরা। পূর্ব রেল জানিয়েছে, শিয়ালদহ মেন শাখায় ব্রিজ ও লাইনের মেরামতির কাজ করা হবে। সেই কারণেই সপ্তাহের শেষ দুটি দিনে বাতিল এই শাখার একাধিক ট্রেন। জানিয়েছে, শনিবার রাত দশটায় শুরু হবে কাজ। ফলে ওইদিন রাত দশটা থেকে রবিবার রাত আটটা পর্যন্ত বাতিল করা হবে বহু ট্রেন। রবিবার বেঁধারভাগ অফিস-রাজুর ছুটি। ফলতঃ, ভোগান্তি কিছু কম হবে বলে মনে করছে রেল। কেল সূত্রে খবর, শনিবার রাতে একটি করে নৈহাটি, রানাহাট, শান্তিপুর ও কল্যাণী সীমান্ত বাতিল করা হবে। রবিবার বাতিল থাকবে পাঁচ জোড়া নৈহাটি লোকাল, চার জোড়া কল্যাণী সীমান্ত, তিন জোড়া রানাহাট, দু’জোড়া করে বারাকপুর এবং শান্তিপুর লোকাল ও এক জোড়া করে কৃষ্ণনগর ও গোদে বারাকাল।

উত্তুরে হাওয়ার প্রত্যাবর্তনে ফিরতে পারে শীত রাতে অনুভূত হবে ঠান্ডা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : উত্তুরে হাওয়ার প্রত্যাবর্তনে আবার শীতের আমেজ ফিরতে পারে তিলোত্তমায়। তবে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও শীতের আমেজ স্থায়ী হবে না। ২৪ ঘণ্টা পর থেকেই ধীরে ধীরে আবার তাপমাত্রা বাড়বে। পরবর্তী কয়েক দিন একই রকম থাকবে কলকাতার আবহাওয়া। তাপমাত্রা একরকম থাকবে কলকাতা লাগোয়া জেলাগুলিতেও। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। এদিন তিলোত্তমার বর্ষোচ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে শীতের বিপাক ঘণ্টা বেজেই গিয়েছে, শীত শেষ হওয়ার আগেই তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায়। কিন্তু কুয়াশার বিরাম নেই। সকালের দিকে এখনও বেশ কিছু জায়গায় হালকা থেকে ঘন কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। আগামী কয়েক দিন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, নদীয়া, হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভোরবেলা কুয়াশার আধিক্য দেখা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহবিদেরা।

বাড়ল চৈতালির রক্ষাকবচের মেয়াদ

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি নেত্রী চৈতালি তিওয়ারির রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। এর ফলে আগামী সাতদিন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না রাজ্য পুলিশ।

নিম্ন আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়। কিন্তু উচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে তাঁকে খানো জানানো হয়েছে আগাম জামিনের আবেদন জন্য়। সূত্রের খবর, সপ্তাহে ৩ দিন ২ ঘণ্টা করে জেরা করতে পারবে ত দন্ত ক ারী অফ সাঁরেৱ। তাঁদের কাছে হাজিরা দিতে আসতে হবে চৈতালিকে। পাশাপাশি তদন্তে সহযোগিতা করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। নিম্ন আদালত চৈতালির নথি জালের কারণ দেখিয়ে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছে। এদিকে চৈতালির আইনজীবীর দাবি, ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এর কাছ থেকে সভার অনুমোদনের ওই নথি পেয়েছিলেন। ওই মৃত্যু নিছকই ধূঁকানো। সেই কারণেই চৈতালির দাবি ছিল, নথি জালের বিষয়টি খারিজ করা হোক। এদিকে বিচারপতি রাজশেখর মাছা নির্দেশে বলেন, নথি জালের বিষয়টি হাইকোর্টে বিবেচনা করা যাবে না। তার পরিবর্তে চৈতালিকে নিম্ন আদালত যাওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি মাছা। উল্লেখ্য, আসানসোলের রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভায় কব্বল বিতরণের অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান শিশু-সহ ৩। সেই ঘটনায় আসানসোলের পূর্ণ নিগমের কাউন্সিলর তথা বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে চৈতালির বিরুদ্ধে এক্সআইআর দায়ের করে পুলিশ। আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রী তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দমবদল করে বিজেপিতে যোগ দেন চৈতালি। পরে বিজেপি থেকে টিকিট পেয়ে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। জিতেন্দ্র ও তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেন বিধানসভা ভোটার আগেই।



মৌচাকে হামলা বাজপাখির, আতঙ্ক ভাঙ্ডের গ্রামে

দূরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১০ ফেব্রুয়ারি : বাজপাখির হামলায় ঘর ভাঙলো মৌমাছিদের। আর তার জেরে ঘুম ছুটলো দক্ষিন ২৪ পরগনার ভাঙ্ডেডের জয়পুর গ্রামের বাসিন্দাদের। মৌমাছির হামলায় আক্রান্ত প্রায় ৫০ জনের বেশি গ্রামবাসী। ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে স্থানীয় জিরানগাছ রুক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এই ঘটনায় মৌমাছির আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে পাকপোলে ভাঙড় রাস্তায় থেঁয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি কাঠের গুড়ি ফেলে প্রাণ্ডা বন্ধ রাখা হয় দীর্ঘক্ষণ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। শুক্রবার সকালেই জয়পুর গ্রামের একটি বিশাল মৌচাকে হামলা চালায় বাজপাখি। আর সেই ঘটনার পর ভেঙে পড়ে মৌচাকটি। মৌচাক ভেঙে পড়ার পর মৌমাছিরা হড়িয়ে পড়ে এলাকায়। সেই সময় জয়পুর গ্রামের রাস্তা দিয়ে যারাই যাচ্ছিল তাদেরকেই আক্রমণ করে ঘরছাড়া মৌমাছির। এই ঘটনায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অনেক গ্রামবাসীরাও আক্রান্ত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ব্যস্ততম রাস্তার পাশেই মৌচাক ভেঙে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পেড়েন সাধারণ মানুষজন। খবর পেয়ে কাশিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবে ঘটনার পর থেকে কার্যত আতঙ্কে দীর্ঘক্ষণ ঘরবন্দী হয়ে আছেন গ্রামের মানুষজন।

বি গার্ডেন এলাকায় নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : বি গার্ডেন এলাকায় নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার। তল্লাশি চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতের দিকে উদ্ধার হলো হাওড়ার বি গার্ডেন এলাকার নিখোঁজ যুবক প্রসেনজিত মাঝির (২০) দেহ। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই নিখোঁজ যুবকের খোঁজে গঙ্গায় তল্লাশি শুরু হয়। রাতের দিকে গঙ্গায় ভাটার সময় উদ্ধার হয় দেহ। হাওড়ার বি. গার্ডেন এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রসেনজিত ও তার সঙ্গৈ আরও দুই বন্ধু মিলে শিবপুর বোটনিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিল। মূতের পরিবারের অভিযোগ, নিরাপত্তা কর্মীদের ভয়ে এরা গঙ্গায় বাঁপ দেয়। বাকিদের বাঁচানো সম্ভব হয়। তবে প্রসেনজিত- এর দেহ রাতে উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

সুজনের সভা ঘিরে সিপিএম-তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত মধ্যমগ্রাম



দূরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষে কার্যত সগরাম হয়ে উঠেছে বারাসত ২ নম্বর ব্লকের কলুপাড়া এলাকা। সিপিএম সুজন চক্রবর্তীর সভার আগেই সিপিএম-তৃণমূল সংঘর্ষে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার কমিরা-খামরপাড়া পঞ্চায়েতের কলুপাড়া এলাকা। সিপিএম কর্মীদের মারধর, মঞ্চ ও সভার মাইক ভাঙুর করা হয়েছে বারো অভিযোগ। এমনকী দলীয় পতাকা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়াও হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে সিপিএমের তরফ থেকে। অভিযোগ, কয়েকটি বাইকেও রীতিমতো তাণ্ডব চালানো হয়েছে। ঘটনায় সিপিএমের ৭ জন কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। যদিও, হামলার অভিযোগ উঠিয়ে পালাটা সিপিএমের বিরুদ্ধেই এলাকায় গন্তগোল পাকানোর অভিযোগ এনেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে, অশান্তির পরিণত পর সভা করতে মরিয়া সিপিএম নেতৃত্ব। নতুন করে মঞ্চ বেঁধে যথাস্থানে এদিন বিকেলে সভা হয়েছে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর।

জগাহায়া আগামী কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে উঠবে হাওড়া পুরসভার প্রাথমিক একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : জগাহায়া আগামী কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে উঠবে হাওড়া পুরসভার প্রাথমিক একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। জগাহার ধাতুসা গর্ভনসেন্ট কলোনিতে গড়ে উঠতে চলেছে হাওড়া পুরসভার নতুন ওই আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার (ইউপিএইচসি) অর্থাৎ শহুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। অভিযোগ, ওই এলাকায় এতদিন কাছাকাছি কোনও হেলথ সেন্টার ছিল না। বাসিন্দাদের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে যেতে হয় অনেক দূরে। ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দাদের সেই সমস্যা আগামী দিনে দূর হতে চলেছে। ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের ধাতুসা গর্ভনসেন্ট কলোনিতে আগামী দিনে গড়ে তোলা হবে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। শুক্রবার এর ভিত্তিপ্ত্রস্থর করেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ডা. সুজয় চক্রবর্তী। জানা গেছে, এখানে ছয় বেডের একটি প্রাথমিক হাসপাতাল গড়ে উঠবে। যেখানে পোলিও ও ডাকসিন সহ নানা স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন এলাকার বাসিন্দারা। হাওড়া পুরসভা এখানে নির্মাণ করছে ওই আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারটি। ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এখানে একটি আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার গড়ে উঠছে। যেখানে একজন নার্স ও একজন চিকিৎসক থাকবেন। এখান থেকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। কিছু টেস্ট হবে এখানে। এখানকার মানুষদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আর দূরে যেতে হবে না। এদিন অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে সুজয় চক্রবর্তী বলেন, মুখামন্ত্রী পাঁচলার অনুষ্ঠান মঞ্চে যোগণা করেছেন ২০২৪ এর মধ্যে সব বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কথা। গত বছর শেষের দিকে আমাদের কাছে একটি ফান্ড এসেছে। হাওড়া পুরসভা এলাকাতেও নানা উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য হাওড়া পুরসভা ও কেএমডিএ মৌখভাবে কাজ করছে। আশা করি খুব শীঘ্রই হাওড়া পুরসভা এলাকায় পরত্যেকের বাড়ি বাড়ি আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ জল পৌঁছে দিতে পারব।

ভূমিকম্পে প্রাণহানি ২২ হাজার ছাাল, তুরস্কেই মৃত্যু ১৮,৯৯১ জনের

আন্ধারী, ১০ ফেব্রুয়ারি : সিরিয়া ও তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে শতাব্দীর প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ২২ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। তার মধ্যে শুধু তুরস্কেই প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ হাজার ৯৯১ জন। ১৯৯৯ সালে দেশটিতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মারা গিয়েছেন ১৮ হাজার মানুষ। সেই রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। সময় যত গড়াচ্ছে ততই ধ্বংসস্তূপের নিচে তাগ পড়ে থাকা প্রিয়জনদের বাঁচার আশা ছাড়ছেন পরিবারের সদস্যরা। যদিও ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে এখনও বহু মানুষকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে আনছেন উদ্ধারকারীরা। শুক্রবার ভারতীয় সময় সন্নে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত তুরস্ক ও সিরিয়ায় সোমবারের ভোরের ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ২২ হাজার ছাড়িয়েছে। তার মধ্যে তুরস্কে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮ হাজার ৯৯১। সিরিয়ায় ৩ হাজার ৩৭৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ধ্বংসস্তূপ সরাতেই একের পর এক বরফ জমাট বাঁধা মৃতভেহ উদ্ধার করছেন উদ্ধারকারীরা। ভূমিকম্পের ১০৪ ঘণ্টা বাদে কিরিখন শহরের ধ্বংসস্তূপ থেকে জেহানাপ কাহরেনন নামে ৪০ বছর বয়সী এক মহিলাকে উদ্ধার করেছেন জার্মানি উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। ভূমিকম্পের উসস্থল কাহরামানমারাস থেকে উদ্ধার করেছেন দুই বোনকে। ১০০ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরে জীবিত অবস্থায় একের পর এক মানুষকে উদ্ধার করতে পেরে নতুন উদ্যমে ঝাপিয়ে পড়ছেন উদ্ধারকারীরা।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer(C), Borough-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work: NIT No. : KMC/EE-III/014/27/22-23 Name of work : Restoration of passage at 21/55 C.E. Road, 16 No. C.E. Road, 21/26 C.E. Road and its surrounding areas in ward no.-14 disturbed by W.S. Deptt. Estimated cost(including GST & CESS): Rs. 3,76,719.54. Earnest Money: Rs. 7,600.00. Period of Completion: 60 Days. Last date and time of submission of bid: 20.02.2023 at 12.00 noon. Date and time of opening of bid: 22.02.2023 at 12.00 noon. The bid forms and other details are available on and from: 10.02.2023 at 05:00 p.m. from the website: https://etender.wb.nic.in.
The Executive Engineer (Civil), Borough-IV, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for following works: 1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/031/2022-2023/R Name of work : Repairs to concrete and IPS passages and footpath at 5, Barik Lane, 34, Hartaki Bagan Lane, Kali Banerjee Lane and other places in ward 27. Estimated cost(including GST & CESS): Rs. 1,67,047.14. Earnest Money: Rs. 3,350.00. Period of Completion: 21 Days. 2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/032/2022-2023/R Name of work : Repairs to IPS passages and footpath at Ghosh Lane, 25, Jugol Kishore Das Lane and others in ward 27. Estimated cost(including GST & CESS): Rs. 1,47,106.30. Earnest Money: Rs. 2,950.00. Period of Completion: 15 Days. 3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/033/2022-2023/R Name of work : Restoration of paver blocked footpath disturbed by Reliance JIO Digital at Vivekananda Road in ward 27. Estimated cost(including GST & CESS): Rs. 1,34,346.51. Earnest Money: Rs. 2,700.00. Period of Completion: 21 Days. 4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/039/2022-2023/R (2nd call) Name of work : Painting of railing and bullevard at Rabindra Sarani and Vivekananda Road in ward no. 25. Estimated cost(including GST & CESS): Rs. 4,48,656.14. Earnest Money: Rs. 9,000.00. Period of Completion: 10 Days. Last date and time of submission of bid: 18.02.2023 at 11.00 a.m. (for sl. no. 1 to 4). The tender will be opened on: 20.02.2023 at 11.00 a.m. (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from: 10.02.2023 at 05:00 p.m. (for sl. no. 1 to 4), from the website: https://etender.wb.nic.in (for sl. no. 1 to 4). The Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works: 1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/102/50/22-23 Name of work : Maintenance of C.C Road near Prem. No.-2/2, 6 U.B. Sarani etc. in ward no. 102, Br-XII. Estimated cost: Rs. 1,64,628.67. Earnest Money: Rs. 3,500.00. Period of Completion: 45 Days. 2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/100/22-23 Name of work : Restoration of damaged roads near Prem. No. 92/A, Purbachal Road 388 Kalikapur & other different places in ward no. 106. Estimated cost: Rs. 2,99,299.65. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of Completion: 60 Days. 3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/101/22-23 Name of work : Restoration of road by providing hot mix & ancillary work at Purbachal Canal South Road & others in ward no. 106. Estimated cost: Rs. 1,99,307.09. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 200 Days. 4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/102/22-23 Name of work : Restoration of canal side road at Mondal Para by providing bulle pilling & other ancillary work near L.P No. 115/GCM/KMC/106/P.B 36/P-8 & others in ward no. 106. Estimated cost: Rs. 1,98,238.14. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 25 Days. 5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/102/53/22-23 Name of work : Retaining wall / protection of pond by providing eucalyptus bulleth pilling near premises no. 1/18/1A, C.R. Colony, C/57, Baghajatin etc. in ward no. 102. Estimated cost: Rs. 2,99,341.67. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of Completion: 45 Days. 6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/115/22-23 Name of work : Improvement of U/G drainage system at Anandapur near Nabarun Sangha in ward no. 108. Estimated cost: Rs. 4,91,685.93. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 60 Days. 7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/113/22-23 (2nd call) Name of work : Improvement of C.C. Road near prem no. 27 Matangini Colony in ward no. 108. Estimated cost: Rs. 1,56,859.15. Earnest Money: Rs. 3,500.00. Period of Completion: 45 Days. Last date and time of submission of bid: 17.02.2023 at 11.00 a.m. (for sl. no. 1 to 7). Date and time of opening of bid: 20.02.2023 at 11.00 a.m. (for sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from: 10.02.2023 at 05:00 p.m. (for sl. no. 1 to 7), from the website: https://etender.wb.nic.in (for sl. no. 1 to 7). 108122-23

দূরন্ত বার্তা	
	
একাধিক দুর্নীতির প্রতিবাদে জয়নগরের খোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ মহিলাদের	
	
প্রতিবাদে বিক্ষোভের শামিল হন হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বে খোসা চন্দনেশ্বরের কয়েকশো মহিলারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, আমফান, একশো দিনের কাজ, জব কার্ড নিয়ে শাসকদলের হাতে থাকা এই পঞ্চায়েত একাধিক দুর্নীতি করেছে। আমরা একশো দিনের কাজ করে গত দুবছর ধরে কোনো টাকা পাইনি। আমাদের কে বোকা বানিয়ে, ভয় দেখিয়ে নিজেদের পরিচিতদের আকাউন্ট মারফত টাকা তুলে নিয়েছে। আমফানে আমাদের ক্ষতি হলো আর যাদের ক্ষতি হয়নি তাঁরা টাকা পেলা। যাদের দোতলা বাড়ি	
অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা না পেলে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা	
দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : ঠিক এক সপ্তাহ আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মাছা প্রশ্ন করেছিলেন, শিক্ষকদের বকেয়া পেতে কেন এত দেরি? শুক্রবার তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এ ব্যাপারে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মৌখিক নির্দেশ দিলেন। বহু প্রধান শিক্ষকের গাফিলতিতে শিক্ষকরা অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন না। শুক্রবার বিচারপতি রাজশেখর মাছার পর্যবেক্ষণ, যদি কোনও স্কুল, শিক্ষকদের অবসরকালীন সুযোগ দিতে দেরি করে বা সেটা নিয়ে গড়িমসি করে, এবার থেকে সেই স্কুলের প্রধানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ করবে বোর্ড। বিচারপতি মাছার এজলাসে আদালত অবমাননার বিভিন্ন মামলা চলছে। তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উদাসীনতায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষা কর্মীরা ভুগছেন। মামলাতে বিচারপতির মন্তব্য, এত দায়সারী ভাব যদি প্রধান শিক্ষকদের হয়, তার ফল শুধু কেন অবসরপ্রাপ্তরা ভুগবেন? বিচারপতি বলেন, এবার থেকে এমন ক্ষেত্রে স্কুল পরিদর্শকরা	
অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ করবেন। না হলে এই প্রবণতা বন্ধ হচ্ছে না। শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীরা যখন বহুরের পর বছর সার্ভিস দিচ্ছে, তাদের সার্ভিস নেওয়া হচ্ছে তখন খোয়াল থাকছে না! হাওড়ার এক স্কুলের শিক্ষাকর্মী অবসরের দুবছর পরেও তার প্রভিনশাল নিশনশ চালু না হওয়ায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার বিচারপতি মাছা মন্তব্য করেছিলেন, শিক্ষকদের বকেয়া পেতে কেন এত দেরি? শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারকে আরও সচেতন হওয়া উচিত। শিক্ষকরা শিক্ষাদান করেন।	এটা তাদের মহান কাজ। তাই তাঁদের অবসরের পর পাওনা আর্থিক সুবিধা পেতে বিলম্ব! খুবই দুঃখজনক। এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিচারপতি বলেন, কী করছেন আপনারা? আপনাদের এই আমলাতন্ত্রকে আদালত মানতে নারাজ। আপনাদের সরকারি বিভিন্ন বিভাগের ফাইল স্থানান্তরের জন্য শিক্ষার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না। এদিনও বিচারপতির নির্দেশে বহু শিক্ষকই তাঁদের বকেয়া আর্থিক পাওনা দ্রুত পাওয়ার আশ্বাস পেলেন। আদালতের নির্দেশে বিদ্যালয় পরিদর্শক ও প্রধান শিক্ষকরা সেই আশ্বাস দিলেন আদালতে।

জয়নগর শ্রীকৃষ্ণ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা সচেতনতার বার্তা দিলেন প্লাস্টিক বর্জনের



দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১০ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার জয়নগর শিবনাথ শান্ত্রী সদনে শ্রীকৃষ্ণ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্ষপূর্তি উদযাপন হয়ে গেল বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। আর এদিনের অনুষ্ঠানে বসেছিল চাঁদের হাটা। ছোট ছোট শিশুরা অংশ নেন বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, কাউন্সিলার মৃধমিতা পাল, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দুর্বা কর দত্ত, বর্তমান প্রধান শিক্ষক দীপংকর মন্ডল সহ আরো অনেকে। জয়নগর এলাকার বহু প্রাচীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এটা এই স্কুল থেকে বহু কৃতি ছাত্র-ছাত্রী আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে সাত শতাধিকেরও বেশি পড়ুয়া এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এদিন নাচ, গান, আবৃত্তি, নটিক সহ একাধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন পড়ুয়ারা। পরিবেশিত হয় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে পুরুলিয়ার হীনাচের আসর। এদিন প্লাস্টিক বর্জন আটকাতে পড়ুয়ারা নিজেরা কাগজের ব্যাগ তৈরি করেন। এদিন প্রধান শিক্ষক দীপংকর মন্ডল বলেন, পরিবেশকে বাঁচাতে আমরা স্কুলের পড়ুয়ারা নিজেরা কাগজ দিয়ে প্যাকেট তৈরি করেছে। সচেতনতার বার্তা দিতে। আমি চাই অনান্য স্কুল গুলোও এগিয়ে আসুক এই ভাবে পরিবেশকে বাঁচাতে।

ভারতীয় জীবনশৈলীর মধ্য দিয়ে সারা বিশ্ব ঊপলব্ধি করছে অর্থনীতি এবং বাস্তবত্ব একে অপরের পরিপূরক : হরদীপ সিং পুরি

নয়া দিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি : কেঃ দ্রী় আবাসন ও নরোয়ন্ন এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরি বলেছেন, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের ক্ষতির প্রভাব জীবনের প্রতিটি স্তরে অনুভূত হচ্ছে, জীবনযাত্রা আরও ব্যয়বহুল ও জটিল হয়ে ওঠেছে। ভারতের সভ্যতিত্বে জি ২০ গোষ্ঠীর পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর প্রথম বৈঠকে এক ভিডিও বার্তায় মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যে যে নেতিবাচক প্রভাব অনুভূত হচ্ছে সারা বিশ্বের সমর্থিত উদ্যোগে তা দূর করা সম্ভব হবে। বৈশ্বালু্যরূতে আয়োজিত এই বৈঠকে মন্ত্রী ভূ মিকম্পে বিধবস্ত তুরস্কের জনসাপারণের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে বলেন, ভারত সেদেশের মানুষের পাশে রয়েছে।

সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্যের আশ্বাস তিনি দেন। তুরস্কের এই সংকটে সারা বিশ্ব যেভাবে সে দেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে তিনি এ বছরের জি২০-র মূল ভাবনা ‘বসুঁধৈব কুটুম্বকম’ বা ‘এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত’-এর প্রতিফলন বলে মনে করেন। শ্রী পুরি জানান, বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ জি২০ গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে হয়ে থাকে। মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ এই দেশগুলিতে হয়। সারা বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ এখানেই বসবাস করেন। তাই বিশ্বজুড়ে দক্ষিণ আলোচনার মধ্য দিয়ে জি২০ গোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে। মন্ত্রী বলেন, গত ৮ বছর

ধরে জলবায়ুর প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সংস্থার মূলক উদ্যোগ নিয়েছে। ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতকে কার্বন নিঃসরণ মুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা সংক্রান্ত যে ঘোষণা গ্লাসগো সিওপি২৬-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করেন, তার মধ্যে দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধানে ভারতের দায়বদ্ধতা প্রকাশিত হয়। ভারত মনে করে অর্থনীতি এবং বাস্তবত্ব একে অপরের পরিপূরক। সুস্থায়ী জীবনযাত্রা অনুসরণের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, কর্মীগোষ্ঠী তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে একটি শক্তিশালী, দূরদর্শী পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন।

নয়া পেনশন নীতি বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদী কর্মসূচি

অসম, ১০ ফেব্রুয়ারি : নয়া পেনশন নীতি বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ অব্যাহত রাজ্য জুড়ে। এদিন শুক্রবার নয়া পেনশন নীতি বাতিলের দাবিতে করিমগঞ্জে

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭২ সংখ্যা, শনিবার, ২৭ মাঘ, ১৪২৯

হিন্দু রাষ্ট্র

হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করতে হবে এটা বলতেই এখন চার দিকে হইটাই হতে শুরু করে দিয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আবার হিন্দু রাষ্ট্রে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে কেন? কী দরকার এই রকম আওয়াজ তোলার। হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করার কী কোনও প্রয়োজন রয়েছে। এই নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্র ভারত আগে থেকেই ছিল। তবে সেটা নাম গ্রহণ করে ছিল না। নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র হলেও তা কিন্তু ঘোষণার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেনি। নেপাল বরাবরই হিন্দুত্বকে সম্মান দিয়ে এসেছে। সেখানে আবার বৌদ্ধরা রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের একটি অংশ বলা যেতে পারে। গৌতম বুদ্ধ আগে বৈদিক ছিলেন। তারপরে তিনি অন্য

সম্পাদকীয়

সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম আধুনিক হিন্দু ধর্মে পরিণত হয়েছিল। সেই কারণে হিন্দু ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের যে অহিংসা বাণী রয়েছে তাকে আরও বেশি করে বিশ্বায়ন করেছে বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম ভারতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। এই ধর্মের প্রচার যেভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছিল তাতে একটি সময় বৃদ্ধ গয়া থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি স্থান বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের কাছে পীঠস্থান হয়ে রয়েছে। বহু আগেই বৈদিক ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি। আবার ভারতে তারপরে যে সব ধর্ম এসে উপস্থিত হয়েছে তা একেবারে হিন্দু ধর্মের কাছ থেকে সংগৃহীত বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ বারবার একটি কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম মানেই কিন্তু অন্য ধর্মকে ঘৃনা করা নয়। হিন্দু ধর্মের মধ্যে সব ধর্মের বসবাস করার অধিকার রয়েছে যা অন্য ধর্মের মধ্যে দেখতে পাওয়া একেবারে যায় না। ইসলাম ধর্ম ভিন দেশি ধর্ম। তা ভারত থেকে উৎপত্তি হয়নি। তার ফলে ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে এই ধর্ম একেবারে মেলাতে পারছে না। হিন্দু ধর্ম তলোয়ার দিয়ে ধর্ম প্রচার করেনি। কিন্তু ইসলাম ধর্ম তলোয়ার দিয়ে তাদের ধর্ম প্রচার করে থাকে। এখানেই হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের তফাৎ রয়েছে। তবে কেন আবার আজকে হঠাৎ করে হিন্দু ধর্মের আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। স্বাধীন ভারত ভাগ হয়েছে ধর্মের ওপরে ভিত্তি করে। ধর্ম সেখানে বেশি করে প্রাধান্য লাভ করেছিল। এক দল সুবিধাবাদী নেতারা ধর্মকে সমানে রেখে তারা স্বাধীন ভারত ভাগ করে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তার ফলে ভারত এবং পাকিস্তান সৃষ্টি হল। এর ফলে কারোর লাভ হল না। শুধু ক্ষতই বহন করে চলতে হচ্ছে আজও। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা লাভ সবচেয়ে বেশি ভুল কাজ হয়েছিল সেটা আজকের ইতিহাসবিদেরা মনে করে থাকে। তারা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পেয়েছে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান বা ভারতের কোনও লাভ হয়নি। উল্টে বহু ক্ষতি হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টি করে জিম্মার কোনও লাভ হয়নি। একটা মোহ কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা দেওয়ার দোষটা পুরোপুরি ইংরেজ ভারতবাসীদের ওপরে ফেলে দিয়েছিল। তারা বলেছে ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা দেওয়ার কোনও কল্লনা নাকি তাদের মধ্যে ছিল না। ভারতের তৎকালীন ক্ষমতাশালী নেতারা ব্রিটিশ সরকারের ওপরে বারবার চাপ দিতে শুরু করে ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা দিতে। তার ফলে ক্ষমতা লোভীরা ভারত ভাগ করার পক্ষ ছিল। ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি হল। তবে একটি সময়ে আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছিল খুবই গোপনে সেটা হচ্ছে পুরো ভারতটাকে ইসলাম দেশে পরিণত করা। এর পিছনে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল শক্তিশালী আমির ওমরাহরা। তার নেতাদের উদ্দান দিতে থাকে। ইংরেজরা আসার আগেই থেকে ভারতের ইসলাম ধর্মের শাসনের ভারত শাসন করতে থাকে। তারা আগে হিন্দু ধর্মের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। তবে হিন্দু দক্ষ কর্মীদের তাদের শাসন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে প্রয়োজন হয়েছিল। তার ফলে আমরা দেখতে পাই আকবরের সময়ে বহু হিন্দুরা তার দরবারের বিভিন্ন উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। আকবর কোনও সময়ে তাঁর ধর্ম থেকে সরে এসে হিন্দু ধর্মকে কি? তিনি দীন ইলাহি ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তবে তিনি তো সেই ধর্মের প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি দীন ইলাহী ধর্মকে ব্যাপক প্রচার করতে কোনও ধর্মীয় প্রতিনিধি তৈরি করেননি তারা তার ধর্মের সূত্রকে সবার কাছে পৌঁছে দেবে যা সম্রাট অশোক করেছিলেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসা মতকে সারা এশিয়াতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় প্রতিনিধি তৈরি করেছিলেন তাদেরকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে ছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম আন্তর্জাতিক ধর্মে পরিণত হতে পেরেছিল। হিন্দু ধর্ম কারোর দ্বারা ধর্ম তৈরি হয়নি। এই ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল আপনা আপনি। এর কোনও প্রচারক ছিল না। কোনও জ্ঞাতপাত ছিল না। ছিল না কোনও বর্ণভেদ। সবাই এক। কোনও বিভেদ ছিল না। কিন্তু পরে জাতিভেদ করে হিন্দু ধর্মকে একেবারে দুর্বল করে দেওয়া হল। তার ফলে বারতের ইসলাম ধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দু ধর্মের বাহ্যিক আচরণ আচরণ ক্রমশ কঠিন হতে শুরু করে। অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে হিন্দু ধর্ম মানুষকে একটি সময়ে নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারছিল সেই ধর্ম পরে তা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে থাকে। বিধি বিধান তৈরি হল। তার ওপরে ব্রাহ্মণ ধর্ম গোটা হিন্দু ধর্মকে গ্রাস করে ফেলল। তার ফলে এতটি জাতি মাথা তুলে দাঁড়ালে। তাদের হাতেই পড়াশুনা ভার চলে গেল। তারাই শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকারী হল। ফলে বিভেদ তৈরি হল। বহু শূত্র তারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম বা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি কথা ঠিকই বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা আজকে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ভারতে বসবাস করতে শুরু করেছে তাদের পূর্ব পুরুষরা সবাই ভারতীয় বৈদিক ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের মধ্যে নিহিত ছিলেন। ফলে হিন্দু ধর্ম ভারতের বাইরের ধর্ম নয়। হিন্দু ধর্ম আমদানি করা ধর্ম নয়। ইসলাম ধর্ম আমদানি করা ধর্ম। ইসলাম ধর্মের তলোয়ারকে মুখ্য করে চলে। তারা আগ্রাসন নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু ভারতে হিন্দু ধর্ম কোনও সময়ে তলোয়ারকে বিশ্বাস করে না। রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্মের বিকাশ ঘটেনি। অহিংসার মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্মের বিকাশ। কিন্তু ইসলাম ধর্মের বিকাশ হচ্ছে তলোয়ার।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও । সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতারোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হচ্ছে। নিজেকে নিষ্ঠাবান পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে ব্যবহৃত পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের দোষস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভাবনীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারণ করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা মনির করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি।

হামলার জন্য কাকে দায়ী করবেন, রুশদি উত্তর দিলেন ‘তাকেই’

রবীন্দ্রকুমার শীল

এই মুহর্তে বিশ্বের সবচেয়ে সাড়া জাগানো লেখক হচ্ছেন সলমন রশ্শদি। তিনি যেভাবে বিশ্বের পাঠকদের মনকে জয় করে নিয়েছেন তা মাত্র কয়েকজন করতে পেরেছেন। আমি ক্লাসিক্যাল যুগের সাহিত্যিকদের কথা এর মধ্যে ধরছি না। আমি বর্তমান লেখক সমাজকে ধরতে চাই। যারা এখনও কলমকে পেশা এবং নেশা হিসাবে গ্রহণ করে চলেছেন তার মধ্যে বুকার পুরস্কার জয়ী সলমন রশ্শদি অন্যতম। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক। ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ লেখার জন্য ইরনে ধর্মীয় নেতা তাঁর মুণ্ড চেয়ে ফতওয়া দিয়েছিল। সেই ফতোয়াকে কার্যকর করতে সুদূর আমেরিকায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন একজন। যাতক হাদি এখনও জেলে রয়েছেন। বিশ বছর তিনি কারাদণ্ড ভোগ করবেন দোষী প্রমানিত হলে। হামলার হওয়ার পর লেখক আর সহজেই জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হতে চাননি। তাঁকে প্রায় সময়ে হাসপাতাল এবং ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে চলতে হয়েছে। আজও তাঁকে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হচ্ছে। তীক্ষ্ণ ধাতব ফলা। মুখে গলায় পনোরোটি স্থানে ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছে। হাত দিয়ে যাতককে আঘাত থামাতে গিয়েছিলেন তিনি। তার হাতেই এসে পড়েছে ছুরির কোপ। রক্তক্ষরণ থামতে চাইছে না। জ্রুত হেলিকপ্টার এসে তাঁকে হাসপাতাল নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে তিনি আর জনতার সমানে উপস্থিত হতে পারেননি। চিকিৎসকেরা তাঁকে বাইরে বের হতে মানা করেছে। নিরাপত্তা রক্ষীরা ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছে। তবুও তার মধ্যে তিনি নিউ ইয়র্ক প্রদেশের শতকা ইন্সটিটিউটের মাঝে আক্রান্ত হওয়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। প্রকাশিত হয়েছে আরেকটি নিউ ইয়র্ক পত্রিকায়। লেখক সলমন রশ্শদির একটি নতুন উপন্যাস বের হয়েছে তার নাম ‘ভিক্তি সিটি’। ‘ভিক্তি সিটি’ হিসাবে কোনও শহরের কথা তিনি বলতে চাইছেন তা স্পষ্ট করে বলেননি বটে। তবে হামলার পর পুরোপুরি সেরে ওঠেননি সেটা স্পষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে বের হামলা হওয়ার আশঙ্কা। তাই সশরীরে কোন প্রচার অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকছেন না। তবে নতুন বইয়ের

বিষয়ে জানতে তাঁর সাহিত্য প্রতিনিধি অ্যাড্জু ওয়াইলির দফতরে গিয়ে নিউ ইয়র্কের সাংবাদিক এবং সম্পাদক ডেভিড রেমনিক সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তা প্রকাশ করা যাবে না। প্রায় সাত বা আট মাস পড়ে তা প্রকাশ করা যেতে পারে। তাই করা হল।

প্রায় আট মাস বাদে এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হল। সবাই জানতে আগ্রহী হয়ে উঠল লেখক সলমন রশ্শদি কেমন আছেন? ভালো আছেন তো। নতুন উপন্যাস নিয়ে কম কথা হয়েছে। তাঁর শরীর এবং মানসিক অবস্থা নিয়ে বেশি কথা হয়েছে। হামলার পরে ছয় সপ্তাহ ফিলাডেলফিয়ার একটি হাসপাতালে ছিলেন। বাড়ি ফিরে গেলেও এখনও তাঁকে রোজ একবার করে হাসপাতালে আসতে হয়। ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। প্রকাশক এর দফতরে এসে উপস্থিত হয়ে রশ্শদি বলেছেন বেশ ভালো লাগছে। কতদিন বাদে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মী ছাড়া কথা বলতে পারছি। অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। আমি যা ভালোবাসি সাহিত্য, আমার বই এই সব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেলাম। এখন নিজেকে ধন্য বলে মনে করতে পারছি। প্রায় ছয়মাস পরে প্রকাশ্যে দেখা গেল লেখক সলম রশ্শদিকে। একন তাঁর বয়স ৭৫ বছর। সম্পাদক রেমনিক বলেছেন, অনেক কৃশ হয়ে গিয়েছেন। ২০ কেকির মতো ওজন কমে গিয়েছে। মুখে গলায় আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাওয়া চাচ্ছে। তা মিলিয়ে যায়নি। ডান চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছেন। ওই চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পান না। ডান গালের বড় ধরনের আঘাতের চিহ্ন। সেলাইয়ের দাগ রয়েছে। কেমন আছেন তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন ভালোই আছি। আগে কোনও দিন এই রকমটা হয়নি। যে কাণ্ড হয়েছিল ভেবে দেখলে তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো আছি। তিনি জানিয়েছেন চোখের দৃষ্টি শক্তি হারানোর ফলে তাঁর পড়তে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তিনি আইপ্যাডে পড়তে বেশি পছন্দ করছেন। কারণ সেই যন্ত্রে আলো বাড়ানোর কমানোর ব্যবস্থা রয়েছে। লেখা লেখি করতে পারছেন তবে খুবই ধীর গতিতে। ছুরি আঘাতে হাতের তালুর স্নায়ু ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে বাঁ হাতের তালুতে কোনও সাড়

আর আঘাত পেতে হতে না। তিনি দিবি্য অন্য সব কৈখকদের মতো স্বাধীনভাবে গুরে বেড়াতে পারতেন। স্বাধীনভাবে ঘরে বেড়ানোর এটা প্রবল ইচ্ছা সব সময়ে কাজ করে থাকে লেখকদের। তার থেকে সলমন রশ্শদি বাদ নন। তিনি একবারই এসেছিলেন জয়পুর সাহিত্য সম্মেলনে। তারপরে তিনি আর আসেননি। আয়োজকেরা সাহস



করতে হবে। লেখক স্বয়ং জানিয়েছেন তিনি টুম্যাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার ভুগছেন। নতুন কিছু লিখতে পারছেন না। নিয়মিত মনোবিদদের কাছে যেতে হচ্ছে। রশ্শদি বলেছেন মুখে ভালো আছি বললেও মানতে হবে আমার শরীর এখনও বলতে গেলে ক্ষতবিক্ষত। মনটা ক্ষতবিক্ষত হয়নি বলেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি। নাহলে সেটাও চলে যেত। মনটা খুবই শক্ত। সেই কারণে এই রকম গুরুতর হামলা হওয়ার পর সাহস করে প্রকাশ্যে আবার আসার ইচ্ছা জগতে শুরু করে দিয়েছে। নতুন উপন্যাস ‘ভিক্তি সিটি’ লেখার কাজ আগেই শেষ করেছিলেন। হামলা হওয়ার আগেই তার উপন্যাস ছাপতে চলে গিয়েছিল। শুধু সময়ের অপেক্ষা করছিল প্রকাশের। আর তাড়াতাড়ি প্রকাশ পেতো। কিন্তু হঠাৎ করে হামলা হওয়ার ফলে নতুন উপন্যাস প্রকাশ পেতে দেরি হয়ে গেল। হামলার জন্য কাকে দায়ী করবেন তা বলতে গিয়ে তিনি উত্তর দিলেন ‘তাকেই’। তিনি বেশ সাহস দিয়ে বলছেন এই কথাটি। তিনি বলতে চেয়েছেন ওই উপন্যাসটি না লিখলে তাঁকে

করে তাঁকে আনতে ভয় পেয়েছিল। ভারত সরকার তাকে ভারতে নিয়ে তাঁকে আসার ব্যাপারে নিরাপত্তার কারণে আপত্তি করেছিল। সেই সময়ে ভারতের বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক মানের লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ‘তাকে’ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যাতককে যে আগে কোনও সময়ে নিজ জন্ম ভূলে উপন্যাস ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ পড়েনি। না পড়েই তাঁর ওপরে হামলা করেছিল হাদি মাটারকে। তিনি খুবই ক্ষুব্ধ তাঁর ওপরে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাতে মারার কারণ তো বই। সেই বইটা না পড়েই যাতক শুধু মাছ ফতোয়ার জেরে তাঁকে আঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল। নির্মম আঘাত। যার হাত থেকে রেহাই তিনি পাননি। তিনি একটি সময়ে ভুলে গিয়েছিলেন যে তার ওপরে মৌলবাদীরা হামলা করতে পারে। তিনি সেকথা একবারের জন্য স্মরণ করতেন না। তিনি মনে করেছিলেন বহু বছর কেটে গিয়েছে ফতোয়ার। সেই ফতোয়া আর বেশি কার্যকর হবে না। কিন্তু ফতোয়াকে কার্যকর করতে ৩৩ বছর বাদে উঠে এলো হাদিক মাটার। তার

ফলে তাঁর হাত এবং ডান চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কালো ফ্রেমের হালকা চশমা পরছেন। তাঁর ছবি পোস্ট করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি কতকটা বাধ্য হয়েই তাঁর ছবি পোস্ট করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন লেখকদের ওপরে যে কোনও সময়ে এই রকম নির্মম হামলা হতে পারে। সেই হামলার জন্য নিজের মনকে

নিয়ে ঘরে বেড়াতেন। আঘাত পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু তিনি তারপরে বিলাত থেকে এসে নিউ ইয়র্কে এসে বসাবাস করতে শুরু করলেন। নিউ ইয়র্কের আসার পর তাঁর জীবন ধারা খানিকটা পাল্টাতে শুরু করে। বিলাতের রক্ষণশীল স্বাধীনতা থেকে মুক্ত স্বাধীনতায় বসবাস করতে শুরু করলেন নিউ ইয়র্কে। মিশতে শুরু করলেন সেখানকার মানুষের সঙ্গে। বুঝতে পারছিল ভয়ে নিয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারবে না। কিন্তু ভয় আমাকে পিছু ছাড়লো না। এখনও ভয় রয়েছে। তবে একবার আঘাত খাওয়ার পর সেই অজানা অচেতনা আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। বুঝতে পেরেছি হামলার আঘাত কী রকম। তার স্বাদই বা কী রকম। ফতোয়ার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন নিউ ইয়র্কে আসার পর। তিনি বেশ ঘুরে ফিরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অলক্ষ্যে তাঁকে একজন মারার জন্য ঘুরে বোড়চ্ছে সেটা তিনি অনুভব করতে পারেননি। তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এই সুন্দর পৃথিবীতে এই রকম ধরনের মানুষ থাকে যারা কেবল হত্যা চায়। মাত্র কয়েক মিলিমিটার দূরে শরীরের মধ্যে আঘাত হেনে সেই কথাটা ফের মনে করিয়ে দিচ্ছে। আসলে এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ থাকে। একদল সৃষ্টিশীলকে দমন করতে চায়। আর একদল সৃষ্টি করতে ভালোবাসে। সব সময়ে এই দুই দলের মধ্য বিবাদ লেকে রয়েছে সর্বত্র। এর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে। মানব সভতাকে রক্ষা করতে হবে। মানব জাতিকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্য সর্বস্বত্রে প্রয়োজন হচ্ছে মৌলবাদীদের হটিয়ে দিতে হবে। নাাহলে কিন্তু সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। তবে তিনি ‘ভিক্তি সিটি’ বলতে নিউ ইয়র্ককে বলেছেন তা কিন্তু আজনা থেকে গেল। তবে আগামী দিনে তার প্রকাশ পেতে থাকবে বলে সবাই ধরে নিয়েছে।

প্রায় আট মাস বাদে এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হল। সবাই জানতে আগ্রহী হয়ে উঠল লেখক সলমন রশ্শদি কেমন আছেন? ভালো আছেন তো।

নন্দন বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাটক, ভগবান যে নাটকের পরিচালক

বিনোদনের মাধ্যমে হিসাবে গান ও নৃত্যই মনে হয় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে এগুলি পরিবর্তিত হয়ে নাটকে রূপান্তরিত হয়। জীবনে যাত্রার গতিনিগুন্ডি কাহিনীর প্রতিচ্ছবিই ছিল নাটকের বিষকল্প। তার সাথে দুঃখ-কষ্টের উর্কে উঠে স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ সুখের ছবি মনকে শান্ত করে। এগুলি মানব সমাজের অনেক পরের কথা। পৃথিবীর সৃষ্টি নাকি একটি প্রলয়কাতুরে মধ্যে হয়েছে। তার থেকে একটুরাে ছিটকে আসে মহাজগতের মাধখান থেকে। সেটি ক্রমে হয়ে ওঠে নরলোকের বাসভূমি বা ধরিত্রী মাতা। পৃথিবীর সৃষ্টি তাই নাটকীয় পরিস্থিতিতে। গ্রেট রুম। নাটকীয় হলেও সৃষ্টির এই কাহিনী বিনোদনের অঙ্গ নয়। মানুষ এবং প্রানী সৃষ্টির পর দেখা গি়েছে বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা। তাও তা বহু বছর পরের কথা। রঙ্গমঞ্চের নাটকের দোষগুনের মিশ্রনে মেনে নিতে হয়েছে দর্শককে। অভিনেতা, শারীরীক ও মানসিক অভিযান্ত্রিক এবং কথায় সুবঁই শেষ কথা। এতো ঐধুনিক যুগের চলচ্চিত্রের সেলিলিয়েডিকরণ নয় যা স্থায়ী ভাবে সরক্ষণের জন্য দরকার, একবার বা দশবার পুনরাভিনয়ন করা যাবে। অভিনয়ের মাঝে কাচুনের ঝংকারে অভিনেতাকে বলা হয় ডায়লগ উন্নত করতে াটকে অভিনেতা একবারই বলেছেন শেষ কথাটি। চলচ্চিত্রে বারবার চেষ্টার ফলে আসে অভিপ্রেত অভিযান্ত্রিক। নাটক তাই কালজয়ী। মানুষের মন জয় করে নেয়। আর চলচ্চিত্র একটি যেন মনে হয় অপূর্ণতার ছাপ রেখে দেয়। দুটির প্রতিপাদ্যই অভিনয়। কিন্তু এক নয়।

জীবন তাই নাটকীয়। যা ঘটে যায়। তার সংশোধন করা যায় না। একটি প্রচন্ড বিস্ফোরনের মতো মনকে

খোকা-খুকি তৈরী করে ছেড়ে দিলেন। ওরা হাত ধরাধরি করে ঘুরতে লাগলো। প্রকৃতি যেন ভাষা পেলো। পাখী ডেকে উঠলো। তাদের কণ্ঠে নানা সুরের বেঁচনি। অমর ও মৌমাছির গুন গুন। প্রজাপতি যেন আপ্রান চেষ্টা করছে



সুরের অর্কেষ্ট্রাতে সুর মেলাতে। চারিদিকে গুট্টে তাকা নানা গন্ধ ও রঙ্গের ফুরের গুচ্ছে এই ধটনাকে স্বরনীর করে তুলতে টুটুপ করে ঝড়ে পড়ে একটা গালিচা তৈরী করে ফেললো। নন্দনের চির বসন্তে আগত কবি অতিথিকে স্বাগত জানাতে তার আলোকে তৈরী এই যুগল যেন তার মুক্ত আত্মার রূপে এই আনন্দময় স্রোতে ভেসে ভেড়াচ্ছে। তাদের দৈহ আবরণ ও আভরণহীন। সুখ জগতের প্রাণের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যই দেহে আবরণের বাধা নেই।

জীবন তাই নাটকীয়। যা ঘটে যায়। তার সংশোধন করা যায় না। একটি প্রচন্ড বিস্ফোরনের মতো মনকে

প্রলেপটি দেওয়া হবে দেহে। এরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ইচ্ছা অবিচ্ছা নিরা জাগরণ সব কিছুর বাইরে। নন্দন কাননে প্রথম সূর্যের রাঙা আলোকের মতো আনন্দের স্বতশ্ফুর্ত নির্ধর ছড়িয়ে দেওয়াই হবে এদের কাজ। প্রাণবাহি হয়েও

জটিলতাহীন।

এদিকে আর একটি প্রাণী উদ্যানে প্রবেশ করেছে। প্রথর ধারালো দৃষ্টি। চারদিকে তীর দৃষ্টিতে বিচার করে চলেছে। বুদ্ধিজীবী বলা চলে না তবে বুদ্ধিবাদী। চুলচেরা বিচার এর স্বভাবে। নর-লোক থেকে স্বর্গবাসীদের জন্য বিশ্লেষনী বুদ্ধিদমনকারী কিছু ওষধ অমৃত মিশ্রিতকরার জন আনা হচ্ছিল। শয়তান নামধারী সর্পরক্ষী বুদ্ধিবাদী প্রাণীটি ক্ষুধা তৃষ্ণাও চিন্তা নষ্টকারী হর্মানেদের প্যাকেটে ছোট পিপড়ের আকার নিয়ে খাপটি মেরে ছিল। স্বর্গে পৌঁছে নন্দনবাগানের বরা পাতার স্তম্ভের নিচে শুকিয়ে রইল। জম্যতার নরলোকেররাজনীতির খিচুরী তৈরীর পাত্রো। রাধুণীর দেওয়া সু-স্বদু মশলা আর আবেশচালিত শাফির চুল্লিতে তৈরী থিমচুরীর শেষাংশে জন্ম। স্বভাগের বিভিন্নতার মিশ্রন তৈরীর বুদ্ধির সাথে বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠতার ফল এই সর্পরূপী তর্কিক। বুদ্ধি আধার খুঁজতে স্বর্গলোকে। কারণ স্বর্গতো বুদ্ধিতে নয়।ানন্দের লহরী ভরা বিনোদনই এখানে চালিত ভক্তি। আদম ইভ হাতধরাধরি করে নৃত্য ভঙ্গিমায় নন্দনের রাস্তায় পর্যটন করে চলেছে। চারদিকের নানা রঙের ফুল,অমর প্রজাপতি আর পাখিদের মতো ওরাও নন্দনের শোভা বর্ধনকারী অঙ্গসজ্জার অংশ হয়। শয়তানরূপী সর্প ভাবছে, এদের মাথায় চিন্তাউদ্রেককারী ঔষধীর একটি শূচ পরিমাণ বিন্দু প্রবেশ করিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখি। শয়তান মুখ থেকে এক বিন্দু বুদ্ধি ও ক্রান্তির বিষ মাতার পিছনে ছিটিয়ে দেয়। আর চোখের পাশে লেজটি অশঙ্কনের তুলির মতো বুলিয়ে দেয়।

শিশু দুটি সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহের

প্রতি একবার তাকায়। এরপর মাথায় হাত দিয়ে হাই তোলে। শয়তান বেড়িয়ে এসে বলে, খোকা খুকি, চকলেটের বদলে আপেলটি একটু দাঁতে কেটে খাও না। পাপের আপেলগাছ থেকে দটি আপেল ছিড়ে এনে হাতে দেয়। খাও খাও খেতে জান না। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। শয়তান আর একটি আপেল নিয়ে কামড় বসায়। তার পর চাকুম চাকুম করে চিবুতে থাকে। শিশু দুটির মুখে তখন একটা যন্ত্রনার চিহ্ন। দেহের মাখ কানে কিসের জ্বালা। মস্তমুষ্কের মতো কামড় বসায়। স্বর্গীয় প্রথম ঐশ্বাদের যেন যন্ত্রনা হ্রাস পেতে থাকে। শেষ হয় ফল দুটি। দুলতে তাকে চারদিকে। ভূমিকম্পণ। সঙ্গে গলা শুকিয়ে আসে। মুখ থেকে একটি অজানা শব্দ যেন কিছু তলল খন্দের জন্য বেড়িয়ে আসতে থাকে। শয়তান পাশের একটি বরনার জল পান করে দেখায়। পুতুল দুটিও ছুটে গিয়ে অঞ্চলীয়ভরা জল পান করতে থাকে। এবার সারা দেহে এক প্রশান্তিহুটে ওঠে। জীবনের প্রথম ক্রান্তির খাদ্য ও পানীয়গ্রহণের শিক্ষা গ্রহণ করে কোন স্থানে বসবাস করার যোগ্যতা অর্জন করে যেন। কিন্তু স্বর্গ তো হবে না কেন। স্বর্গের রদজা তাদের জন্য বন্ধ হতে চলেছে। পদের জীবনে এবার অসখ্য প্রয়োজনের দাবি হাজির হবে। তারা মিটাবে কি তাই সে সব। এটাকে ইনটারনেট স্ক্রীনের সামনে গড় যেন বসে রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণ যন্ত্র নিচিয় আছে। নতুবা তাঁর সৃষ্ট জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন কি করে। তবে কি তার চক্ষুদুটি ইনটারনেট শক্তিকৃত। যে ইশ্টিয় হার গুলি অব্যবহৃত রাখবেন ভেবেছেন, বুদ্ধিহীন পুতুল এরা কি ভাবে বুদ্ধি খনির খোঁজ পেল।

মহদীপুর এলাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত কেন্দ্রে বৈঠক অনুষ্ঠিত



দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানির প্রসার বাড়াতে ইন্দো-বাংলা দুই দেশের ব্যবসায়ী সংগঠন এবং ডেপুটি কমিশনার ও প্রশাসনের উদ্যোগে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল মালদায়। শুক্রবার সকালে মালদার ইংরেজবাজার রুবের মহদীপুর এলাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত কেন্দ্রেই এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী ও জেলা প্রশাসনের তদারকিতে ভারত এবং বাংলাদেশের আমদানি- রপ্তানিকারকেরা এদিনের বৈঠকে অংশ নেন। সেখানেই আগামীতে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মজবুত করতে বিভিন্ন মর্নেরে পণ্য সামগ্রী আদান-প্রদানে জোর দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের ডেপুটি কমিশনার মনোজ কুমার, মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্শের সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্শের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, সম্পাদক উত্তম বসাক সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি বিএসএফ, কার্শমস সহ আরো বেশ কিছু দপ্তরের কর্তৃপক্ষেরাও উপস্থিত হয়েছিলেন এদিনের এই ইন্দো- বাংলা বাণিজ্যিক বৈঠকে। উল্লেখ্য, করোনা সংক্রমণের পর থেকেই মালদার মহদীপুর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত কেন্দ্র দিয়ে পণ্য সামগ্রী চলাচল অনেকটাই কমে

গিয়েছে। যার ফলে দুই দেশের রপ্তানিকারকেরা বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাও বন্ধ রয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থার দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি আমদানি- রপ্তানিতে দুই দেশের প্রসার অনেকটাই কমে গেছে। এক্ষেত্রে রপ্তানি বাড়ানো এবং ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে দুই দেশের যাতায়াতের ব্যবস্থা সরলীকরণ করার ক্ষেত্রেই এদিনের এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্শের সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ জানিয়েছেন, বর্তমানে ভারত থেকে ২৫০ থেকে ৬০০ টি পণ্যবাহী লরি বাংলাদেশে যাতায়াত করে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ঘরে ৫০০ থেকে ৫৫০ লরি, রোজ যাতে আমদানি-রপ্তানি করতে পারে। করোনা সংক্রমণের পর থেকেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাতে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অনেকটাই আর্থিক লোকসান হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ ভারতে চিকিৎসার জন্য আসে। এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র দিয়ে অতি সহজে যাতে ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে যাতায়াত করা যায়, সেই বিষয়টিও এদিন প্রশাসনের কর্তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্শের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু জানিয়েছেন, এদিন প্রশাসনের উপস্থিতিতে দুই দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থার অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। তাতে আমরা আশাবাদী আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই প্রতিদিন গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০টি পণ্যবাহী লরি দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত করবে। এতে অর্থনৈতিক প্রসার অনেকটাই বাড়বে। বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার মনোজ কুমার জানিয়েছেন, দুই পক্ষের রপ্তানিকারকেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। অতি শীঘ্রই সেই সমস্যা মিটে যাবে, এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে মহদীপুর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত কেন্দ্রে ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। করোনার পর থেকেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেটিও দ্রুত যাতে চালু করা যায় সে ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

প্রাইমারি টেট পরীক্ষায় প্রথম বর্ষমানের মেয়ে ইনা

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যজুড়ে টেট নিয়ে ডামাডলের মধ্যে প্রাইমারি টেট - ২০২২ এর পরীক্ষায় প্রথম বর্ষমানের আলমগঞ্জের ইনা সিংহ। টেটের সর্বমোট ১৫০ নম্বরের মধ্যে ১৩৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে ইনা। ২০১৪ সালে বর্ষমানের হাটগোবিন্দপুর কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পাশ করার পর থেকেই বিভিন্ন ছোট-বড় চাকরির পরীক্ষায় বসতে শুরু করে সে। নিজ চেষ্টায় অবশেষে রাজ্য টেট পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখল করে বর্ধমানের ইনা। তার এই সাফল্য খুশি পরিবার অন্যান্য সদস্যরা। সে তার এই সাফল্য বাবা দেবশীষ সিংহ ও মা কাকলী সিংহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। বর্তমানে যেখানে টেটের চাকরি নিয়ে আন্দোলনে রাস্তায় বহু শিক্ষার্থী, সেখানে তার এই সাফল্যে এনা খুবই আনন্দিত।

টেটে উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে এনা জানায় তাদের আন্দোলনের ফল তার এই সাফল্যে যায়। আগামী দিনে স্বচ্ছভাবে যোগ্যরাই চাকরি পাবে বলে বিশ্বাস ইনার। ইনা কেন্দ্রীয় সরকারেরই টেট পরীক্ষাতেও ভাল রেজাল্ট করেছে। যদিও রাজ্য সরকারের টেট পরীক্ষায় সফল হওয়া তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বলে ইনা জানিয়েছেন। এছাড়াও একজন ডব্লিউ বিসিএস অফিসার হওয়ার দিকে তার নজর রয়েছে। রাজ্যের টেটে সফল হলেও ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার চিন্তা মাথা থেকে সরেছেন না ইনা। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ইনা



নিজের অধ্যবসায় ও সাধনার জেরে এই নজরকারী সাফল্যে একদিকে যেমন খুশি তার বাবা- মা, আত্মীয় পরিজন, অপরদিকে তার সাফল্যে খুশি বর্ধমানবাসীও। উল্লেখ্য, টেট - ২২ সালের পরীক্ষা হয় ওই বছরের ১১ ডিসেম্বর। ফল প্রকাশ হল শুক্রবার। এদিন প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল টেটের ফলাফল ঘোষনা করেন। টেট ২০২২ পরীক্ষায় প্রথম দশে জায়গা পায় ১৭৭ জন।

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছে ট্রাফিক পুলিশ



দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : পথ দুর্ঘটনা কমান়ে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর হার কমাতে বাস ও মিনিবাস সহ ছোট গাড়ি চালকদের নিয়ে শুক্রবার একটি সচেতনতা মূলক শিবির করল ইটাহার থানার ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার নির্দেশে ও ইটাহার

থানার ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় টেরঙ্গী মোর এলাকায় বাসটার্মিনাস প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। ইটাহার থানার ট্রাফিক ওসি কৌশিক দে-র নেতৃত্বে এদিনের সচেতনতা মূলক শিবির করা হয় প্রায় ৫০ জন বাস, মিনিবাস ও ছোট গাড়ি চালকদের নিয়ে। মূলতঃ, পথ দুর্ঘটনার জেরে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরনায় রাজ্য জুড়ে চালু হয়েছে সেক্ষ ড্রাইভ সোড লাইফ কর্মসূচি। এই কর্মসূচি চালুর পর সারা বাংলায় অনেকটাই কমছে পথ দুর্ঘটনা। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার আরো কমাতে সরকারি নির্দেশে ট্রাফিক আইন মেনে দ্রুত গাড়ি না চালানো, ওভারটেক না করা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এদিন ইটাহার থানা ট্রাফিক পুলিশ বিভাগের উদ্যোগে বাস, মিনিবাস ও ছোট গাড়ি চালকদের নিয়ে এই সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, ইটাহার থানার ট্রাফিক ওসি কৌশিক দে, ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক উত্তম মিস্ত্রি সহ অন্যান্য ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকরা।

রাজাভাতখাওয়া প্রজনন কেন্দ্র থেকে শকুন ছাড়ল বনদপ্তর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার আবার রাজাভাতখাওয়া সকল প্রজনন কেন্দ্র থেকে মোট ২০ টি শকুন আকাশে মুক্ত করল বন্যা বনদপ্তর। জানা গেছে এদের মধ্যে ১৬ টি রাজভাতখাওয়া প্রজনন কেন্দ্রে প্রজনন হওয়া হোয়াইট ব্যাক প্রজাতির ও ৭ টি হিমালয়ান গ্রিফেন প্রজাতির। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া শকুন প্রজননের উদ্যোগ গ্রহণ করে বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি। এরপরেই বন্যা বনদপ্তরের রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলে শকুন প্রজনন প্রকল্প চালু করা হয়। রাজভাতখাওয়া শকুন প্রজনন কেন্দ্র থেকে ২০১৯ সালে প্রথম পরীক্ষামূলক উন্মুক্ত আকাশে কলার আইডি লাগিয়ে শকুন মুক্ত করা হয়। এরপর তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখাে বনদপ্তর। সেই পরীক্ষা সাফল্য হওয়ায় এই নিয়ে চতুর্থ দফায় মোট ৩১ টি হোয়াইট ব্যাক এবং ৫০ টি হিমালয়ান গ্রিফন শকুন উন্মুক্ত আকাশে মুক্ত করল বনদপ্তর। জানা গেছে বনদপ্তরের এই উদ্যোগে বন্যা জঙ্গলে পুরো শকুনের আনাগোনা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।



TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED						
CIN No : L6599WB1908PLC1838						
Regd. Office : 5, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700 001						
Tel: (+91-033) 22487093 Email ID: tirrihanna.co@gmail.com						
EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2022						
(RS IN RUPEES)						
Sl. No	Particulars	31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)
1	Total income from operations (net)	83,342,429.87	52,837,254.39	75,719,000.00	163,282,610.96	173,785,000.00
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	21,347,720.31	11,951,835.27	(12,950,000.00)	9,052,929.77	7,296,000.00
3	Net Profit/(Loss) for the quarter/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	21,347,720.31	11,951,835.27	(12,950,000.00)	9,052,929.77	7,296,000.00
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	21,347,720.31	11,951,835.27	(12,950,000.00)	9,052,929.77	7,296,000.00
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	21,347,720.31	11,951,835.27	(12,950,000.00)	9,052,929.77	7,296,000.00
6	Equity Share Capital	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic : Diluted :	6.70	3.75	(4.06)	2.84	2.29
		6.70	3.75	(4.06)	2.84	2.29

Notes: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites www.tirrihannah.co.in and https://www.cse-india.com/.

For and on behalf of the Board of Directors

UMESH KANKANI

Whole Time Director

(DIN - 00652561)

ডাকাতির চেষ্টা বানচাল করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে রামপুরহাট - দুমকা রোডে বড়পাহাড়ি মোড়ের কাছে অভিযান চালিয়ে একটি বড়সড় ডাকাতির চেষ্টা বানচাল করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। পাশাপাশি, ০৫ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতরা হলো রেলপাড় জটধারীতলা পাড়ার বাসিন্দা রহিত সিংহ, রামপুরহাট কালিসাড়া পাড়ার বাসিন্দা জ্যোতিলাল বাড়ুই, তেঁতুল বাধি গ্রামের মনির সেখ, নারায়ণপুরের সোহরাব সেখ, নিশ্চিতপুর ভাগাড় পাড়ার অসীম সেখ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি কাঠের হাতল যুক্ত লোহার ভোজালি, একটি প্লাস্টিকের হাতল যুক্ত লোহার ছুরি একটি সাইকেলের চেন, একটি লোহার রড, একটি বাঁরের লাঠি। ধৃতদের বিরুদ্ধে রামপুরহাট থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা শুরু হয়েছে। তদন্ত চলছে।

দশ দিনের খাদি মেলার অনুষ্ঠান সূচনা



দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি : মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মালা দান করে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে দশ দিনের খাদি মেলার আনুষ্ঠান সূচনা। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে মেলার আয়োজন। উপস্থিত ছিলেন, দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাহিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, ইংরেজবাজার পৌরসভার স্যোরম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্য অতিথিরা। চাক বাজিয়ে এবং সাঁওতালি নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের স্বাগত জানানো হয় খাদি মেলায়। মালদা শহরের রামকৃষ্ণ মিশন সংলগ্ন বিবেকানন্দ যুব আবাস ময়দানে আয়োজন করা হয় খাদি মেলা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্পীরা তাদের হাতে তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের জিনিসের পসরা সাজিয়ে মেলায় বসেন। মেলায় মোট ১০৭ টি স্টল তৈরি করা হয়েছে। ৯ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। প্রতিদিন মেলা প্রাঙ্গণে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিল্পীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদ্যোগে জেলায় খাদি মেলার আয়োজন করা হয়। মেলার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা।

আন্দোলনে নামলো সারা বিশ্ব মতুয়া সমাজ

দুরন্ত বার্তা, বাকুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি : আগামী ১৭ বাকুড়া জেলা সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলো ‘সারা বিশ্ব মতুয়া সমাজ’। শুক্রবার বড়জোড়ার পল্লীশ্রী মানাচর থেকে দুর্গাপুর ব্যারোজ পর্যন্ত মিছিলে অংশ নিলেন ঐ সংগঠনের সদস্যরা। এমনকি ঐ মিছিলে অংশগ্রহণকারী কেউ কেন্দ্র রাস্তায় শুয়ে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দ্ধোত উগরে দেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারী ‘সারা বিশ্ব মতুয়া সমাজে’র অভিযোগ, প্রকাশ্য সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘জগৎ পিতা’ হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামকে ‘বিকৃত’ করেছেন, যা ‘ক্ষমার অযোগ্য’। এই ঘটনায় মতুয়া সমাজ সহ বিশ্ববাসী ব্যথিত। প্রত্যাশা ছিল, মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতিতে বিষয়য়ে ক্ষমা চাইবেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। শুধু এই রাজ্য নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মাথা নত করে ক্ষমা না চাইলে’ তাঁকে ‘বিকার’ জানিয়ে এই আন্দোলন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, জার্মানি, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, আমেরিকা, ইরাক, ইরান, ইতালি, পোল্যান্ড সহ বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে বলে তাঁরা দাবি করেন।

শুভেন্দু অধিকারী টিএমসি নেতাদের সাথে জেলাশাসককে কটুক্তি করেছেন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার নবীন ক্লাব ময়দানে এসে কড়া ভাষায় জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গপ্রসাদ শর্মা ,



এম ক্লাব ময়দান থেকে এক মিছিল হয়। সেই মিছিলে হার্টেন শুভেন্দু অধিকারী , এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজের নিজের ভাষায় বলেন, মিডি ডে মিলের টাকার সুদ ভেঙ্গে মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক সভার বিল প্রদান করা হয়। তিনি বলেন শীঘ্র কাগ টিম আসছে এবং কাগ টিম রিপোর্ট দেবেন। এছাড়া জাতীয় সড়ক ও রেলের জমি অধিগ্রহণ করার জন্য ভারত সরকার যে টাকা পাঠাচ্ছে সেই টাকার সুদ জেলাশাসকরা তৃণমূলের দলীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করছে বলে এদিন শুভেন্দু অভিযোগ করে ।

ভূয়া নথি দেখিয়ে ভারতে ঢোকার সময় আটক বাংলাদেশি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি : ভূয়া নথি দেখিয়ে ভারতীয় পরিচয় দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা। ভারত নেপাল সীমান্তে থেংফতার এক বাংলাদেশি। নাম স্বপন দাস । শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িরাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের পানিটি্যাংকিতে নেপাল থেকে ভারতের প্রবেশের সময়



ভারতীয় ড্রাইভিং লাইসেন্সে নথি দেখায় বাংলাদেশী নাগরিক। সেই

লাইসেন্স দেখে সন্দেহ হয় এসএসবি জওয়ানদের। এরপরেই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । জিজ্ঞাসাবাদে অসদৃশ্যি মেলায় তাকে থেংফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । অভিযুক্তকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

TYROON TEA COMPANY LIMITED						
CIN :L15421WB1899PLC000612						
Regd. Office: 3, NETAJI SUBHAS ROAD ,KOLKATA - 700 001						
Phone No. (033)22483236						
Email: info@tyroontea.com,Website : www.tyroontea.com						
STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022						
(Rs. in Lacs)						
Sl. No	Particulars	Quarter ended 31.12.2022 Unaudited	Quarter ended 30.09.2022 Unaudited	Quarter ended 31.12.2021 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2022 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2021 Audited
1	Income from Operations (Net)	1,380.19	1,807.76	1,570.60	4,195.80	3,874.64
2	Profit / (Loss) before tax and exceptional items	165.17	766.38	432.40	1,117.33	1,216.11
3	Exceptional income / (Expenses)	-	-	-	-	-
4	Profit / (Loss) before tax and after exceptional items	165.17	766.38	432.40	1,117.33	1,216.11
5	Net Profit / (Loss) after Tax	165.17	766.38	432.40	1,117.33	1,216.11
6	Total Comprehensive Income / (Expenses) for the period [Comprising Profit / (Loss) and other Comprehensive Income / (Expenses) for the period]	159.74	766.38	420.92	1,082.22	1,145.68
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-each)	351.20	351.20	351.20	351.20	351.20
8	Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in balance sheet of Previous year)	-	-	-	-	-
9	Earning per Equity Share - EPS (of Rs. 10/- Each) (not annualised) Basic and Diluted (Rs.)	4.85	22.53	12.71	32.84	35.75
						20.96

Note:
1 The above unaudited Finiacial Result have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company in the meeting held on 10th February, 2023. The Statutory Auditor of the Company carried out a limited review of the same.
2 The above is an extract of the detailed format of Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022. Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Quarterly and Nine months ended Financial Results are available on the stock exchanges website www.bseindia.com and on the Company's Website www.tyroontea.com

For and on behalf of Board of Director

Tyroon Tea Company Limited

Sd/- Sanjay Kumar Kajriwal

Director

(Din: 00061102)

Mathew Easow Research Securities Ltd.						
Regd. Off.: 128, Rashebarhi Avenue, Rajkamal Building, 1st Floor, Kolkata - 700 029 - Email : mers.ltd@gmail.com Website : www.mersl.co.in						
CIN - L74910WB1994PLC064483						
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022						
(₹. in Lakhs)						
Sl. No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from operations	62.01	59.43	167.13	186.61	304.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and for extraordinary items)	0.96	0.91	10.01	4.64	17.05
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and for extraordinary items)	0.96	0.91	10.01	4.64	17.05
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and for extraordinary items)	0.71	0.66	9.01	3.39	11.08
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	0.71	0.66	9.01	3.39	11.08
6	Equity Share Capital	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)					
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinuing operations): Basic Diluted	0.01	0.01	0.14	0.05	0.17
		0.01	0.01	0.14	0.05	0.17

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on February, 10, 2023. It has been subjected to limited review by the statutory auditor of the company.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities. In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. The financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.mersl.co.in.
4. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For Mathew Easow Research Securities Limited

Sd/-

Beda Nand Choudhary

Whole Time Director

(DIN - 00080175)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil/HQ), KMC invites online percentage rate tender in two bid system for the following work: NIT No. : KMC/DG(C)/EE(CHQ/HQ/01/2022-23, Dated - 10.02.2023 Name of the work: Stanking of Box Drain of Kali Temple Road related to Kalighat Skywalk Project. Estimated cost (including GST & LWC): ₹ 2,90,887.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 22.02.2023 at 11.00 A.M. The bid forms and other details are available on and from 13.02.2023 (5.00 P.M.) from the website https://etender.wb.nic.in	(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/301/22-23 Name of the work: Installation of street lighting arrangement at Sreerampur & Brijji adjacent area in Ward No.-110. Estimated amount: ₹ 2,99,249.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 30 days.
The Director General (Electrical), KMC invites tender online, two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/65/22-23 Name of the work: Improvement of Ductable AC system at the 5th floor of IT Centre, KMC. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: ₹ 9,150.00. Period of completion: 45 days. (2) NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/80/22-23 Name of the work: Supply and installation of Rodent Repellant system at the chamber of Hon'ble Mayor, New Control Room and Conference Room 1 at CMO building. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: ₹ 3,200.00. Period of completion: 7 days. (3) NIT No. : KMC/DG(E)/LTG/HQ/64/22-23 Name of the work: Improvement of illumination at the PF and Disaster Recovery Centre of CMO building. Estimated amount: Open quotation. Earnest money: ₹ 5,850.00. Period of completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 23.02.2023 (1.00 P.M.) (For SI No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 16.02.2023 (2.00 P.M.) (For SI No. 1 to 3). The website https://etender.wb.nic.in	(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/302/22-23 Name of the work: Installation of new decorative lighting arrangement at Rassui Road area in Ward No.-81, BR-X. Estimated amount: ₹ 1,77,485.00. Earnest money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 10 days. Last date and time of completion of bid: 20.02.2023 up to 3.00 P.M. (For SI No. 2 to 4). The bid forms and other details are available on and from 10.02.2023 from 3.00 P.M. (For SI No. 2 to 4). The website https://etender.wb.nic.in (For SI No. 1 to 4).
The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online, two part bid systems for the following works: (1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/303/22-23 Name of the work: Installation of street lighting arrangement at Golf Green and its surrounding areas under Ward No.-95, BR-X. Estimated amount: ₹ 2,46,833.70. Earnest money: ₹ 5,000.00. Period of completion: 10 days. Last date and time of completion of bid: 20.02.2023 up to 12.00 Noon. The bid forms and other details are available on and from 09.02.2023 from 2.00 P.M. (2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/266/22-23 Name of the work: Development work of lighting system at Block-A, B New Alipore B.M. Sarani, Majherhat Colony, Sahapur, Durgapur Colony and adjacent areas in Ward No.-81 under BR-10. Estimated amount: ₹ 4,99,819.00. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 30 days.	The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-tender for the following work: NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/201 Name of the work: Desilting of channels by removing silt, mud & dewatering with other allied works beside southern side of Santoshpur Road of GRWW sludge pond area. Estimated amount: ₹ 2,51,607. Earnest money: ₹ 5,032.00. Period of completion: 20 days. Last date and time of receipt/opening of tender (online): 25.02.2023 at 2.00 P.M./27.02.2023 at 2.00 P.M. The bid forms and other details will be available shortly from the website https://etender.wb.nic.in
	The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work: NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/344 (1st Call) Name of the work: Repairing of road surface damaged due to W/S Deptt. leakages at Alipore Road, Alipore Park Road, Belvedere Road, C.G.R. Road and also surrounding areas under BR-IX. Estimated amount (including GST & CESS): ₹ 4,90,677.99 (excluding contingency amt.). Earnest money: ₹ 9,900.00. Period of completion: 15 days. Last date and time of submission of all bids: 02.03.2023 - 12.00 Noon. The bid forms and other details are available on and from 17.02.2023 (12.00 Noon) from the website https://etender.wb.nic.in
	CORRIGENDUM NIT No. - 062/048/2022-2023/D of Engineering (C) Department, BR-VI published in this Newspaper (Key No. 1067/22-23) on 09.02.2023 the last date & time of submission of bid should be read as 20.02.2023 at 1.00 P.M. instead of 15.02.2023 at 1.00 P.M. and Bid opening date should be read as 22.02.2023 at 1.00 P.M. instead of 17.02.2023 at 1.00 P.M.
	(1079/22-23)

আকাশদীপের আগুনে পেসে উড়ে গেল মধ্যপ্রদেশ

ইন্দোর, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ রঞ্জিতে একেবারে আগুনে মেজাজে টিম বেঙ্গল। লক্ষ্মীরতন শুক্লার ছেলেরা যেন তাঁর মতোই ‘আওয়াজ’ করে মাঠে খেলছে। মধ্যপ্রদেশের ডেরায় আকাশদীপদের মস্তানি। বঙ্গ ক্রিকেটারদের হুক্কারে রীতিমতো কূপোপাত রঞ্জি চ্যাম্পিয়নরা। গত বার রঞ্জির সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশের কাছেই লড়াই থেমে গিয়েছিল ঈশ্বরনদের। এ বার যেন তারই বদলা নিচ্ছেন মনোজ-অনুষ্টিপরা। ব্যাটিংয়ের পর বোলিংয়েও মধ্যপ্রদেশকে সাইডলাইনের বাইরে ঠেলে দিল বাংলা। রঞ্জির ফাইনালের দোরগোড়ায় টিম বেঙ্গল। শেষ কয়েক বছরে দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স করেছে বাংলার ক্রিকেটাররা। তবে কাপ আর চৌঁটের মাঝে ফারাক থেকে গিয়েছে। বন্ধব্রিগেড অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বারে অনেক কঠোর মনোভাব দেখিয়ে চলেছে। তাই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে গা ভাসাতে নারাজ মনোজরা। রঞ্জির তিনটে দিনই বাংলার ঝুলিতে থাকল। প্রথম দু’দিন ব্যাটিং দাপট দেখিয়েছিলেন অনুষ্টিপ, সুদীপরা। তৃতীয় দিনে বল হাতে আগুন বরালেন আকাশদীপা বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪৬৮ রানে। মধ্যপ্রদেশের প্রথম



ইনিংস শেষ ১৭০ রানে। সংরাশ জৈন একা লড়লেন। শেষ দিকে কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেন শুভম শর্মা। যশ দুবে ছাড়া বাকি ব্যাটাররা দুই অক্ষের ঘরে পৌঁছতেই ব্যর্থ। কেকেআরের অলরাউন্ডার ভেক্টেশ আইয়ারও বাংলার বোলারদের সামনে থিতু হতে পারলেন না। ফিরলেন মাত্র ৭ রানে। বল হাতে ৫ উইকেট নেন আকাশদীপা। সংরাশ জৈন লড়াই চালালেও আকাশদীপের বলে ক্রিন বোল্ড হয়ে যান। সপ্তম উইকেট জুটিতে ওঠে সর্বোচ্চ ৫৪ রান। শাহবাজ আহমেদ নেন ২ উইকেট। ১টি করে উইকেট নেন মুকেশ কুমার আর ঈশান পোডেল। ২৬৮ রানে এগিয়ে থেকেও মধ্যপ্রদেশকে ফলো অন করায়নি বাংলা। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিং করা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, সময় যত গড়াচ্ছে পিচ ততটাই ভাঙছে। এ ছাড়া বোলারদের বিশ্রাম দিয়ে বড় রানের লিডও করে রাখতে চেয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে রঞ্জি ফাইনালের পথ প্রশস্ত করে ফেলেছেন মনোজরা। মধ্যপ্রদেশকে উড়িয়ে এ বার ফাইনালের আগে আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বাড়িয়ে রাখতে চান অনুষ্টিপরা।

হকি লিগে ঘরের মাঠে গোয়েন্ধার দলের বিরুদ্ধে নামছে মোহনবাগান



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ দুই দশকেরও বেশি সময় পর আবারও মাঠে নামছে মোহনবাগানের হকি দল। ১৯৯৯ সালে শেষ বার কলকাতা হকি লিগে খেলেছিল মোহনবাগান। সে বার চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল সবুজ-মেরুন। ২২ বছর পর আবারও হকি লিগে মাঠে নামছে মোহনবাগান। একটা সময় কলকাতা হকি লিগের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। অ্যাস্টেটিকার্ক না থাকায় হকি লিগে এরপর না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মোহনবাগান। তবে গত বছর নতুন কমিটির হাত ধরে ফের হকি লিগে দল নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতোই শক্তিশালী দল গড়ে তোলে মোহনবাগান। হকি টিমের জন্য বিশেষ কমিটিও তৈরি হয়। মেশ্টর করা হয় ধানচাঁদের ছেলে অশোক কুমারকে। তাঁকে ক্লাব তরুতে সংবর্ধিতও করা হয়। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত পরপর চার বছর হকি লিগে চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। তার আগেও বেশ কয়েক বছর সেরা হয় সবুজ-মেরুন। ১৬ ফেব্রুয়ারি হকি লিগের ম্যাচে নামছে মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে বাগানের সামনে সিইএসপি (কলকাতা বিদ্যুৎ পর্যদ)। ঘরের মাঠেই খেলবে সবুজ-মেরুন। এই ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই পারদ চড়তে শুরু করে দিয়েছে। এর পিছনে রয়েছে অন্য এক প্রেক্ষাপট। এটিকের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের আগে আইএসএলে অংশ নেয় শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। তবে ফুটবল স্বত্বের ৮০ শতাংশ চলে গিয়েছে সঞ্জীব গোয়েন্ধাদের হাতে। মোহনবাগানের নামের আগে জুড়েছে এটিকে। যে বিষয়টা অধিকাংশ সমর্থকই মেনে নিতে পারেননি। স্কোভের আগুন ক্রমশ বেড়েছে। প্রিয় দলের ম্যাচ বয়কট করেছেন সমর্থকেরা। হকি দলের দায়িত্বে ক্লাব কর্তারা। শুধুমাত্র মোহনবাগান নাম নিয়েই মাঠে নামবে দল। আর প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ সঞ্জীব গোয়েন্ধার সিইএসপি। তাই এই ম্যাচটা মোহনবাগান সমর্থকদের কাছে যেন মর্যাদার লড়াই, সম্মানের লড়াই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ফ্যান ক্লাব সমর্থকদের মাঠে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বেশ জাকজমক ভাবে এবার হকি দল গড়েছে মোহনবাগান। যুবরাজ বাব্বীকি, দেবেন্দ্রা রয়েছেন দলে। সুপার সিন্ড্রে কোয়ালিফাই করলে ভূপিদর সিং, এসসি সুনীলদেরও দেখা যেতে পারে সবুজ-মেরুন জার্সিতে। গ্রুপ পর্বে সিইএসপি ছাড়াও ইস্টবেঙ্গল, পঞ্জাব স্পোর্টস, হাওড়া ইউনিয়ন, কার্টাসসের সঙ্গেও খেলবে মোহনবাগান। ১৯ তারিখ মহমেদান মাঠে কলকাতা হকি লিগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান মুখোমুখি হবে।

এমবাপের পর এবার ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা মেসিরও

প্যারিস, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ চোট পড়ে কিলিয়ান এমবাপের চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে ছিটকে পড়ার খবর পুরোনো। পিএসজির জন্য নতুন দুশ্চিন্তা, বার্নার মিউনিখের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এবার লিওনেল মেসিকেও না পাওয়ার শঙ্কা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নাকি ছিটকে দিচ্ছে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে। মেসির চোটে পড়ার খবর দিয়েছে ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম



লেকিপ। পরশু রাতে মার্শেইয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে ফ্রেঞ্চ কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে পিএসজি। সেই ম্যাচে বিদায়ের হিচকা আরও বাড়ে মেসি চোটে পড়ায়। লেকিপ বলছে, মেসির চোট এতটাই গুরুতর যে হয়তো বার্নারের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে তিনি ছিটকে যেতে পারেন। বার্নারের বিপক্ষে ম্যাচের আগে অবশ্য লিগ ‘আ’তে মোনাকোর বিপক্ষে খেলবে



নাগপুর, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ বর্ডার গ্যাবাসকর টুফির প্রথম টেস্ট চলছে নাগপুরে। যেখানকার পিচ মারাত্মক খারাপ বলে, বার বার আঙুল তুলেছে অজি মিডিয়া। অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান অধিনায়ক প্যাট কামিন্স থেকে শুরু করে প্রাক্তন অজি ক্রিকেটাররাও পিচ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন। সেই সকল প্রশ্নই প্রথম মাঠের বাইরে ছুড়ে ফেললেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। নাগপুর টেস্টের প্রথম দিন ২৪ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৭৭ রান স্কোরবোর্ডে তুলেছিল টিম ইন্ডিয়া। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন ভারতের প্রাপ্তি রোহিত শর্মার সেঞ্চুরি, রবীন্দ্র জাডেজা ও অক্ষর প্যাটেলের হাফসেঞ্চুরি। নাগপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৭ উইকেটে ৬২১। ৭৭-১ থেকে দ্বিতীয় দিন শুরু করে শেষ অবধি ভারত স্কোরবোর্ডে ৬২১-৭ তুলে মাঠ ছাড়ল। প্রথম দিন ওপেনার কেএল রাহুলের উইকেট তুলে নেন টড মার্কি। দ্বিতীয় দিন প্রথম সেশনে প্রথম ধাক্কা দেন অজি টিমের তুরুৎপের তাস

টড মার্কিই। নাইটওয়ানচম্যান হিসেবে প্রথম দিনের শেষে নেমেছিলেন রবীন্দ্রন অশ্বিন। দ্বিতীয় দিন শুরুতেই তাঁর উইকেট হারায় ভারত। ২৬ রান করে মাঠ ছাড়েন অশ্বিন। অজি দলের হয়ে ডেবিউ ম্যাচ খেলতে নামা অফ-স্পিনার টড মার্কি ভারতের টপ অর্ডারের চারটি উইকেটই ঝুলিতে ভরেছেন মার্কি। প্রথম দিন পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন জাডেজা। দ্বিতীয় দিন ৫ উইকেট নিয়েছেন অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা টড মার্কি। রাহুল ছাড়া রবিন্দ্রন অশ্বিন (২৬), চেতেশ্বর পূজারা (৭), বিরাট কোহলি (১২) এবং ভারতের হয়ে ডেবিউ টেস্ট খেলতে নামা কোনো শ্রীকর ভারতের (৮) উইকেট তুলে নিয়েছেন টড মার্কি। লাক্স ব্রেকের পর প্রথম বলেই বিরাট কোহলির উইকেট হারায় ভারত। দারুণ ক্যাচ নেন অ্যালেক্স কারি। এরপর মাঠে নামেন ডেবিউ ম্যাচ খেলতে নামা সূর্যকুমার যাদব। টেস্ট অভিষেক ম্যাচে দাগ কাটতে পারেননি স্কাই। ৮ রান করেন তিনি। নাথান লিয় ফেরান সূর্যকে। এর পর

ষষ্ঠ উইকেটে রোহিত শর্মা এবং রবীন্দ্র জাডেজা জুটি বেঁধে তোলেন ৬১ রান। প্রায় দেড় বছর পর টেস্টে তিন অক্ষের রান পেলেন রোহিত। ১৭১ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ভারত অধিনায়ক। টি ব্রেকের পর মাঠে ফিরে বেশিক্ষণ ব্যাট করতে পারেননি। ১২০ রান করে উইকেট অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে উইকেট দিয়ে বসেন রোহিত। তিনি ফিরলে মাঠে আসেন উইকেটকিপার-ব্যাটার কোনা শ্রীকর ভারত। ডেবিউ টেস্টে তিনিও নজর কাড়তে পারলেন না। এরপর অষ্টম উইকেটে জাডেজা এবং অক্ষর প্যাটেল জুটি স্কোরবোর্ডে তুলেছে ৮১ রান। দ্বিতীয় দিনের শেষেবোলায় ব্যক্তিগত হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফেলেন জাডেজা ও অক্ষর। ৬৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন জাডেজা এবং ৫২ রানে অপরাজিত রয়েছেন অক্ষর। অজিদের হয়ে এখনও অবধি সর্বাধিক (৫টি) উইকেট নিয়েছেন টড মার্কি। ১টি করে উইকেট পেয়েছেন প্যাট কামিন্স ও নাথান লিয়।

জীবন্তির উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মানোয়ার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার বিতরণ



দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাক্তনীদের মেলবন্দন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যেই উঠে এলো স্থল জীবন থেকে স্থুলের শিক্ষক জীবনের বিভিন্ন ফেলে আসা স্মৃতি। মূর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তির উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে বৃহস্পতিবার ছিল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সকাল ১১টায় সময় জাতীয় সংগীত, পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন কান্দি সার্কলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমরীতা রুদ্র, উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুজ্জোহা বিশ্বাস, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং ‘সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার’ বই এর স্রষ্টা আলিমুজ্জমান, ক্রীড়া শিক্ষক মোঃ বাসারুদ্দিন হাড্ডাও উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের সমস্ত শিক্ষক সামসুজ্জোহা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক মানোয়ার হোসেন এর স্ত্রী তথা এই স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষিকা আলোয়া হোসেন। উল্লেখ্য উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বড়ো ঐতিহ্য রয়েছে, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর ‘মানোয়ার হোসেন স্মৃতি’ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিশেষভাবে খেলায় যারা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আরও বেশি মনোযোগ বাড়াতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বাড়াতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনে এই স্কুলের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তাদের মানুষ্যার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার হিসাবে স্মরণশিপি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী তথা শিক্ষিকা আলোয়া হোসেন বলেন, ‘মানোয়ার হোসেন মানে এই স্কুলে রক্তের টান, নারির টান। ১৯৬৭ সালে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা, সে সারাজীবন এই স্কুলের উন্নতির জন্য ভেবেছেন। তার চলে যাওয়ার পর ২০০০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার কথা মাথায় রেখে মানুষ্যার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার চালু করা হয়।’ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং লেখক আলিমুজ্জমান বলেন, ‘‘আগের ভুলনায় স্কুলের অনেক উন্নতি হয়েছে, এলাকার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। আমি থাকাকালীন অল্প শিক্ষক নিয়ে স্থল চালিয়েছি, তাদের মধ্যে অনেকেই ডাক্তার, মাস্টার, সাংবাদিক এই কথা ভেবে খুব ভালো লাগছে।’’ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমরীতা রুদ্র বলেন, ‘‘কয়েক মাস হল আমি কান্দি সার্কলে জন্মেন করেছি। এখানকার সুন্দর পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাছাড়া এই স্কুলের মানুষ্যার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার কথা জানতে পেয়ে আরও ভালো লাগছে।’’

কামিন্সের উপরে ফুসছেন বিশ্বজয়ী অধিনায়কেরা

নাগপুর, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে দুশোও পেরোতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ার রান। ওপেনাররা চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। তার থেকেও বড় ব্যাপার, টেস্টে সবচেয়ে ছন্দে থাকা ব্যাটার ট্রেভিস হেডকেও দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং নির্বাচকদের এই সিদ্ধান্তে ফুঁসছেন সে দেশেরই দুই প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। বৃহস্পতিবার টেস্ট শুরুর দিনেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সিড ওয়, যিনি ১৯৯৯ সালে দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন। তিনি ইনস্টাগ্রামে লেখেন, ‘বিশ্বের চার নম্বর টেস্ট ব্যাটার এবং গত ১২ মাসে সম্ভবত টেস্টে সবচেয়ে ভাল খেলা ব্যাটারকে যে বসিয়ে দেওয়া যায় এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তা ছাড়া ও অফস্পিন বলটাও অনেকের থেকে ভাল করে। দেখা যাক কী হয়। বোধ হয় অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকরা বিরাট বুদ্ধিমান।’ গত বছর পাঁচ টেস্টে ৫২৫ রান করেছেন হেড। গড় ৮৭.৫০। স্ট্রাইক রেটও প্রায় একশোর কাছাকাছি। তবে হেডকে বসিয়ে পিটার হ্যান্ডসকমকে খেলানোর যুক্তি হিসাবে দেখানো হচ্ছে, দলে বাঁহাতি ব্যাটারের সংখ্যা কমাতেই এই সিদ্ধান্ত। এ দিকে, ডেভিড ওয়ার্নারের খারাপ ছন্দ নিয়ে চিন্তিত ২০০৬ এবং ২০০৭-এ অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক রিকি পন্টিং।

পাঁচ ক্লাবে ৫০০ গোল! ৩৮ এর রোনাল্ডো গোলবৃষ্টি করেই চলেছেন

নতুন দলের হয়ে প্রথম দুই ম্যাচে এক গোল। এর আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে এবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ১০ ম্যাচে করেছিলেন কেবল একটি। ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর সামর্থ্যে বয়স ছোবল বসিয়েছে কি না, প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। কী দারুণভাবেই না জবাবটা দিলেন পর্তুগিজ মহাতারক। লিগ পর্যায়ে পাঁচশ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করার পথে এক ম্যাচেই করলেন চার গোল।

রিয়াম, ১০ ফেব্রুয়ারিঃ লিওনেল মেসি, নেইমার, কিলিয়ান এমবাপেদের বিপক্ষে রিয়াদ একাদশের হয়ে প্রীতি ম্যাচে জোড়া গোল দিয়ে সৌদি আরবের ফুটবলে যাত্রা শুরু হয়েছিল ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর। সেদিন তার দল হারলেও মনে হচ্ছিল সৌদি আরবে রোনাল্ডোর সময়টা ভালোই কাটবে। কিন্তু দেশটির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফুটবলে রোনাল্ডোর অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি। সৌদি প্রো লিগে নিজের প্রথম ম্যাচে গোল পাননি। এরপর গোল করতে ব্যর্থ হন সুপার কাপের সেমিফাইনালেও। সেই ম্যাচে আল-ইত্তিহাদের কাছে তাঁর দলও যায় হেরে। এরপর তো বলাবলি হচ্ছিল সৌদি আরবের ফুটবলটা রোনাল্ডোর জন্য মোটেই মধুচন্দ্রিমার হবে না। অনেকে তো এমনও বলছিলেন-সৌদি আরবের ফুটবলও এখন রোনাল্ডোর জন্য কঠিন। কিন্তু সেই সমালোচনা কিছুটা হলেও রোনাল্ডো চাপ দিতে পারেন আল-নাসরের হয়ে পরের ম্যাচটি খেলতে নেমে। প্রো লিগে ৬ ফেব্রুয়ারির সেই ম্যাচে তাঁর শেষ মুহূর্তের পেনাল্টি গোলেই আল-কাতেহর সঙ্গে ২-২-এ ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল আল-নাসের। আর আজ তো বাক্সের বাঁ প্রান্ত দিয়ে আরও ভতরে ঢুকে আবির্ভূত। একটি নয়, দুটি নয়-এবার ৪ গোল করলেন রোনাল্ডো। তাঁর চার গোলে মক্কায় আল-ওয়েহদার মাঠ থেকে ৪-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফিরেছে আল-নাসের। ম্যাচের শুরুতে অবশ্য রোনাল্ডোকে দেখে মনে হয়নি, আজকের দিনে তাঁর জন্য এমন ভালো কিছু অপেক্ষা করছে। শুরুতে

প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডাররা কিছুটা হলেও আটকে রাখতে পারছিলেন তাঁকে। পর্তুগিজ তারকাও বারবার বল হারাচ্ছিলেন। কিন্তু ম্যাচের ২১ মিনিটে যেন পাণ্টে যায় সবকিছু।



ঘারিবের কাছ থেকে পাওয়া অসাধারণ পাসটি ধরে বক্সের বাঁ প্রান্ত দিয়ে আরও ভতরে ঢুকে যান রোনাল্ডো। এরপর গোলকিপারের বাঁ পাশ দিয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে বল পাঠান জালে। এই গোলের সময় বলে তাঁর প্রথম স্পর্শটি মনে করিয়ে দিচ্ছিল সেরা সময়ের রোনাল্ডোকে! রোনাল্ডো তাঁর দ্বিতীয় গোলাটি পান ৪০ মিনিটে। এবার গোলের জোগানদাতা আল-নাভেই। ১৬ মিনিট পর তৃতীয় গোলাটি

পেনাল্টি থেকে। বক্সের মধ্যে বল হাতে লেগেছিল আল-ওয়েহদার এক খেলোয়াড়ের। ডিএআর দেখে রেফারি পেনাল্টি দেন। রোনাল্ডো যেটিকে শট নিয়েছিলেন, আল-

ওয়েহদার গোলকিপার সেদিকেই বাঁপালেও বলের নাগাল পাননি। হ্যাটট্রিক করার পর যেন রোনাল্ডো সতীর্থদের দিয়ে গোল করানোয় মনোযোগ দিয়েছিলেন। বক্সের ভেতরে ফাঁকায় দূরার বল পেয়েও তিনি পাশে থাকার সতীর্থকে পাস দিয়েছেন। কিন্তু সেই পাসের সন্ধ্যাবহার তাঁর সতীর্থরা করতে পারেনি। অবশেষে ৬১ মিনিটে চতুর্থ গোলাটিও পেয়ে যান রোনাল্ডো। এবার তো

বক্সের অনেক বাইরে বল পেয়ে ড্রিবলিং করে ভেতরে ঢুকেন তিনি। সামনে গোলকিপারকে একা পেয়ে শট নেন। কিন্তু গোলকিপার বল ঠেকালেও ভালোভাবে বিপদমুক্ত করতে পারেননি। ফিরতি বল সহজেই জালে পাঠান পর্তুগিজ তারকা। এরপর বেশ কয়েকটি আক্রমণ করেছে গোল পায়নি আল-নাসর। এই জয়ে ১৬ ম্যাচে ৩৭ গোল নিয়ে লিগের শীর্ষে আছে রোনাল্ডোর দল। এক ম্যাচে বেশি খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আল-শাবাবের পয়েন্টও ৩৭। এই ম্যারে ৪ গোল করে কিছুটা হলেও লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার দৌড়ে চলে এসেছেন রোনাল্ডো। এই নিয়ে তাঁর গোলসংখ্যা ৫টি। ১৬ গোল নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছেন তাঁরই সতীর্থ ব্রাজিলিয়ান তালিসকা। আরেক ব্রাজিলিয়ান আল-শাবাবের কার্লোস ১০ গোল নিয়ে আছেন দ্বিতীয় স্থানে। তালিকায় এর পরে আছেন আল-ইত্তিহাদের আবদেররাজ্জি হামদান্নাহ (৯), আল-হিলালের ওজিওন ইয়ালো (৮), আল-ফেইহার অ্যান্ড্রিনি নওকায়েম (৬) ও আল-কাতেহর ফিরাস আল-বুরাইসান (৬)। ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক প্রতিভিক্ষায় ‘দারুণ অনুভূতি’র কথা জানান রোনাল্ডো। রোনাল্ডো টুইট করেন, ‘৪ গোল এবং ৫০০ লিগ গোলে পৌঁছাতে পারার অনুভূতি দারুণ। এটা দলের দুর্দান্ত এক জয়।’ দারুণ এই জয়ের পর টুইট করেছেন রোনাল্ডোদের কোচ রুডি গার্সিয়াও। তিনি লিখেছেন, ‘দারুণ কাজ হলো।’